কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই : সবাই মিলে জিতব আমরা | পৃষ্ঠা ৪-১৬

বর্ষ ১ সংখ্যা ২২

১৬-৩১ মে, ২০২১
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

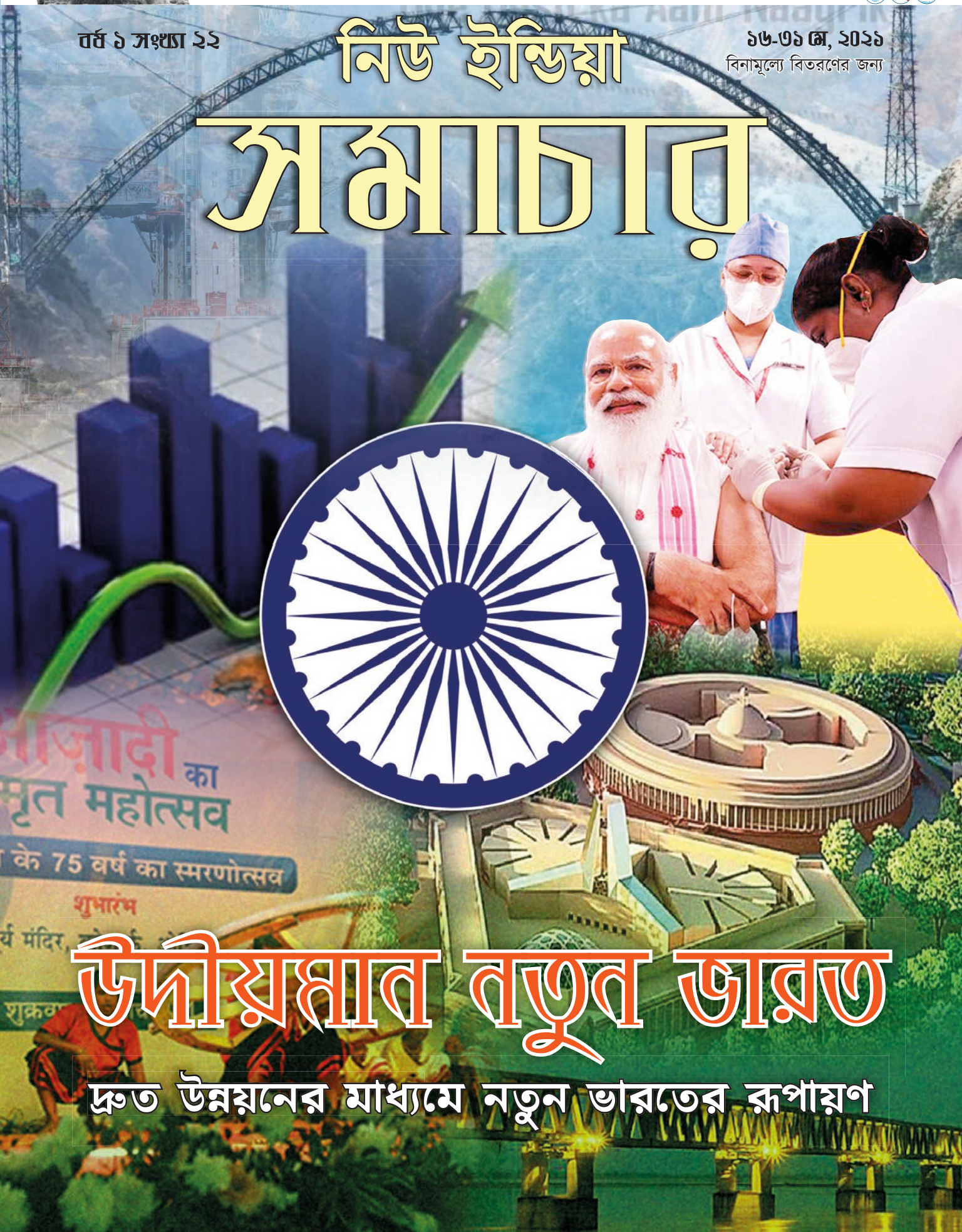

উদীয়মান নতুন ভারত

দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ভারতের রূপায়ণ

‘আজ আমাদের সব থেকে বড় অগ্রাধিকার এই রোগকে হারানো। আমরা দ্রুত এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসব’!

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান প্রেরণা জোগায়, কিন্তু এবার যখন করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে, এই অনুষ্ঠানকে তিনি করোনা প্রশমনের মাধ্যম করে তুলেছেন। এবার মানুষ কিভাবে করোনা থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন, দেশের সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স চালকরা কেমন পরিস্থিতিতে কাজ করছেন আর মহামারীর বিরুদ্ধে কিভাবে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন, এসব নিয়ে জনগণের মনে জন্ম নেওয়া সমস্ত প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যগুলি এবারের ‘মন কি বাত’-এর অংশ হয়ে উঠেছে; যা জনগণকে এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় বলে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের সবাইকে টিকা নিতে হবে আর সম্পূর্ণ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। এই সময় আমাদের চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকরা যেসব পরামর্শ দিচ্ছেন তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে!” এই বার্তালাপের কিছু অংশ নিম্নরূপঃ

প্র **প্রধানমন্ত্রী :** সম্প্রতি আপনি সবাইকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে বলুন। এটা কিভাবে আলাদা আর কী ধরনের সতর্কতা প্রয়োজনীয়। এর চিকিৎসার উপায় কী?

উ **ডঃ শশাঙ্ক :** দ্বিতীয় ঢেউ-এ সুস্থতার মাত্রা বেশি আর মৃত্যুর হার কম। ৮০-৯০% রোগীর কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। হালকা সংক্রমণে যদি জ্বর বাড়তে থাকে তাহলে আমরা প্যারাসিটামলের মতো ওষুধ দিই। মাঝারি বা বেশি মাত্রায় সংক্রমণ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। মানুষ যেন রেমডেসিভির-এর মতো ওষুধের পেছনে না ছোটেন। সাধারণ ওষুধের সাহায্যেই ৯৮% রোগী সুস্থ হয়ে উঠছেন।

প্র **প্রধানমন্ত্রী :** ডঃ নাভেদ, এই কঠিন সময়ে ‘প্যানিক ম্যানেজমেন্ট’ এবং টিকা নিয়ে আপনার পরামর্শ কী?

উ **ডঃ নাভেদ :** আমরা শিখেছি, যদি সুরক্ষা নিয়মাবলী পালন করি তাহলে নিরাপদ থাকব। প্রায় ৯০-৯৫% রোগী কোনও ওষুধ ছাড়াই ঠিক হয়ে যান। সমস্ত নিয়মাবলী পালন করে ভিড় থেকে দূরে থাকলে নিরাপদ থাকতে পারবেন। যাঁরা টিকা নেওয়ার পর সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের সংক্রমণ তেমন মারাত্মক বা জীবনহানিকর হয়নি। সবাই টিকা নিন। নিজেকে এবং সমাজের অন্যান্য মানুষকেও সুরক্ষিত রাখুন।

প্র **প্রধানমন্ত্রী :** রায়পুরের সিস্টার ভাবনা, আপনি করোনা রোগীদের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন।

উ **ভাবনা :** আমরা ১৪ দিন লাগাতার ডিউটি করি আর তারপর বিশ্রাম দেওয়া হয়। দু’মাস পরে আমাদের আবার কোভিড ডিউটি করতে হয়। রোগীরা শুরুতে করোনার নামেই ভয় পেয়ে যেতেন। আমরা সেই ভয় দূর করার জন্য তাঁদের পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিই।

প্র **প্রধানমন্ত্রী :** বিপদের সময়ে অ্যাম্বুলেন্স চালককে দেবদূতের মতো মনে হয়। তেমনই একজন চালক প্রেম ভার্মাজি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা শোনাবেন।

উ **প্রেম :** আমি গত দু’বছর ধরে অ্যাম্বুলেন্স চালাই। আমরা কিট, গ্লাভস, মাস্ক পরে রোগীদের কাছে পৌঁছই। করোনা ডিউটি শুরু হলে আমার মা বলতেন, চাকরি ছেড়ে দে! কিন্তু আমি বলেছি, চাকরি ছেড়ে দিলে রোগীদের হাসপাতালে কে পৌঁছে দেবে!

প্র **প্রধানমন্ত্রী :** প্রীতিজি, আপনি করোনার বিরুদ্ধে লড়াই জিতেছেন। আপনার অভিজ্ঞতা সবাইকে বলুন।

উ **প্রীতি :** গোড়ার দিকে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আর হালকা কাশি ছিল। পরীক্ষায় পজিটিভ আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজে আলাদাভাবে থাকি। এর ফলে, পরিবারের সবাইকে সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারি। সবারই নেগেটিভ এসেছে। আমি ওষুধের পাশাপাশি যোগাভ্যাস এবং কাঢ়া পান করা শুরু করি। আমি হলুদ, প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার, নিয়মিত গার্গেল, ভাপ নেওয়া এবং গরম জল খাওয়ার অভ্যাস করে ফেলি।

***আমি আরেকবার আপনাদের সবাইকে অনুরোধ জানাই সবাই টিকা নিন আর তারপরও সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন ‘ওষুধ ও, কড়াকড়ি ও’!**

মন কি বাত শোনার জন্য এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সূচিপত্র

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য-মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড
কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825
response-nis@pib.gov.in

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ২২ ১৬-৩১ মে, ২০২১

»১	সম্পাদকীয়	» পৃষ্ঠা ০২
»২	ডাকবাক্স	» পৃষ্ঠা ০৩
»৩	করোনার বিরুদ্ধে লড়াই	» পৃষ্ঠা ০৪-১৫
»৪	নতুন ভারত	» পৃষ্ঠা ১৬-১৯
»৫	প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর	» পৃষ্ঠা ২০-২৯
»৬	ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহ যোগানো	» পৃষ্ঠা ৩০
»৭	৩৪ বছর পর নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি	» পৃষ্ঠা ৩১
»৮	ডিজিটাল প্রযুক্তি	» পৃষ্ঠা ৩২-৩৩
»৯	সকলের জন্য সংস্কার	» পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
»১০	উন্নয়নশীল অর্থনীতি	» পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮
»১১	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত	» পৃষ্ঠা ৩৯
»১২	প্রতিরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ নীতি	» পৃষ্ঠা ৪০-৪১
»১৩	বিদেশ নীতি : 'প্রতিবেশী আগে'	» পৃষ্ঠা ৪২-৪৩
»১৪	নতুন ভারতের উত্থান	» পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬
»১৫	এক দেশ এক পরিষেবা	» পৃষ্ঠা ৪৭
»১৬	বিস্মৃত নায়ক	» পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯
»১৭	স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব	» পৃষ্ঠা ৫০-৫১
»১৮	ব্যক্তিত্ব	» পৃষ্ঠা ৫২

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

করোনা আমাদের সবার ধৈর্য, আমাদের সকলের দুঃখ-কষ্ট সহ্যের ক্ষমতার পরীক্ষা নিচ্ছে। এই বিশ্বব্যাপী মহামারীর প্রথম ঢেউয়ের মোকাবিলায় দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছে। ইতিপূর্বে বিশ্বের সামনে ভারত অনুকরণীয় উদাহরণ রেখেছে। কিন্তু কোভিড অনুশাসন পালনে সামান্য অবহেলার ফলে দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে যা অক্সিজেন এবং ওষুধের জোগানকে অপ্রতুল করে তুলেছে। কিন্তু এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব সমস্ত রকম প্রযুক্তি এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এই মহামারীর নতুন ঢেউ প্রতিরোধে সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করেছে।

অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ওষুধ সরবরাহ, হাসপাতালগুলিতে অধিক শয্যার ব্যবস্থা, সঙ্কটের সময় দেশ যে সেনাবাহিনীর উপর আস্থা রাখে, তাদেরকেও ডাকা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশও ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরেকবার গোটা ব্যবস্থার নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন আর ২৮ দিনে ১৭টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রয়োজন মেটাতে দ্রুত উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি, বিশ্বের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য স্বদেশী টিকা দেশের নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাপনাও সুনিশ্চিত করেছেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেখানে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে, তেমনই আনন্দের কথা যে সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা লাগাতার বাড়ছে। এটাই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকে সরকারের নীতির মূল স্তম্ভ করে তোলার পরিণাম। সরকারের এই সকল প্রচেষ্টা সম্পর্কে এবারের সংখ্যায় বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

দেশের নেতৃত্ব এই লড়াইয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীলতা এবং সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামিল হচ্ছে, আর হাসপাতালগুলির ওষুধের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এই ব্যাপারে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ সতর্কতাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আজকের নেতৃত্ব কিভাবে দায়িত্ব পালন করছে, এ ধরনের সমস্যা সঙ্কুল ক্ষেত্রে সরকারের নানা প্রচেষ্টা আর 'নতুন ভারত'-এর জন্য এখন পর্যন্ত যত কাজ হয়েছে সেগুলি এবারের সংখ্যায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আশা করি, প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমস্যাগুলি জয় করে দেশকে নতুন লক্ষ্য প্রদানকারী এই লড়াইয়ের বর্ণনা আপনাদের মনে নেতৃত্বের প্রতি একটি আত্মবিশ্বাস এবং ভরসার জন্ম দেবে।

অবশেষে, যতদিন পর্যন্ত না আমরা সম্পূর্ণভাবে করোনা থেকে মুক্ত হবো, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং টিকা নিতে হবে।

আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন আর বরাবরের মতো নিজেদের পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)

ডাকবাক্স

দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সি প্রকৃত পক্ষেই দারুণ এবং উদ্ভাবক পদক্ষেপ। এটাই এখন সময়ের চাহিদা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এবং সংস্কারগুলি সাধিত হচ্ছে, সেগুলি দেশের জনগণের জীবনমানকে উন্নত করতে ও ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে উজ্জ্বল পথ দেখাতে সহায়ক হবে। নতুন শিক্ষা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন তখনই সুফলদায়ক হবে যখন শিক্ষার যথাযথ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে। আমরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আশাবাদী, এমনকি দেশের সাধারণ নাগরিকরাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

ডঃ অনিল ওয়ারকার
warkar.anil@gmail.com

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার

ভারত সরকারের ডিজিটাল ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে সরকারি ছুটির দিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনের তালিকা সহ বিভিন্ন প্রকল্প, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনার বিবরণ রয়েছে

এটি গুগল প্লে স্টোর এবং আইওএস-এ ডাউনলোড করা যাবে

Google Play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

iOS link
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারে ছাপা প্রেরণাদায়ক ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা সুন্দর কাহিনীগুলি আমার খুব ভালো লাগে। এগুলি লেখার আগে যেভাবে সমীক্ষা করা হয় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে তুলে ধরা হয়। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ এবং দেশবাসীর সামনে তাকে তুলে ধরার জন্য আরেকবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

মনস্বী গর্গ
bhartigarg879@gmail.com

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনাদের পত্রিকার খবরগুলিকে ভরসা করা যায়। আমার পরামর্শ হল, এই পত্রিকা / চ্যানেলকে জনপ্রিয় করার জন্য 'অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং' প্রয়োজন যাতে ভুয়ো খবর ছড়ানো প্রতিরোধ করা যায়। কারণ, সত্যের থেকে ভুয়ো খবর ও মিথ্যা বেশি দ্রুত ছড়ায়। প্রকৃত খবরকে যদি সঠিকভাবে পরিবেশন করা যায়, তাহলে ভুয়ো তথ্য ও ভুল ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে পারবে না। আমরা সত্যের জয় দেখতে চাই।

মমতা আগরওয়াল
mamta.agarwal4@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার মাসিক পত্রিকাটি পেয়ে আমি খুব খুশি। আপনাদের অনুরোধ জানাই এটিকে অফলাইনে পড়ার জন্য এবং বিভিন্ন কলেজ লাইব্রেরিতে রেফারেন্সের সুবিধার জন্য ডাউনলোড করার মতো ফরম্যাটে প্রকাশ করা হোক।

মিস সামলামঙ্গওয়াঙ্গলে
stxaviercollegejalukie@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি খুব সুন্দর এবং সহায়ক পত্রিকা। আপনারা কি এটাকে ডাউনলোড করার মতো ফরম্যাটে দিতে পারেন যাতে আমরা প্রিন্ট-আউট নিয়ে প্রতিবেশী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের (ইউপিএসসি/এমপিএসসি ছাত্রছাত্রী) পড়ার জন্য দিতে পারি।

অনন্ত পোরে
ananta.pore@yashada.org

সবাই মিলে জিতব আমরা...

“এই সাফল্য এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি হল স্বাস্থ্য, তা ব্যক্তির হোক, পরিবারের হোক, সমাজের হোক কিংবা গোটা দেশের।” বিশেষ করে, এমন সময়ে যখন ভারত করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্কর মহামারীর সবচাইতে ভয়ানক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে - এই কথাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। এই সঙ্কটের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে, জিততে হবে আর আমরা অবশ্যই জিতব ...

দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধের প্রস্তুতি

এপ্রিল মাসে ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আরেকবার দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করেছে। সংক্রমণের এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অক্সিজেন সরবরাহকারী, ওষুধ নির্মাতা, টিকা উৎপাদনকারীদের সঙ্গে আর সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ২০টিরও বেশি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ১০টি বৈঠক এপ্রিল মাসের শেষ ১০ দিনে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি এবং প্রস্তুতি নিয়েও কথা বলেছেন। এভাবেই দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে ভারত কিভাবে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে তা তুলে ধরেছেন।

অক্সিজেন সহ ওষুধ দ্রুতগতিতে সরবরাহ, টিকাকরণে জোর

- টেস্ট, ট্রেস, ট্রিটমেন্টে জোর : ৪ এপ্রিলের পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী করোনার ক্রমবর্ধমান প্রকোপ দেখে টেস্ট, ট্রেস, এবং ট্রিটমেন্টের কৌশল অবলম্বন করে কোভিড প্রোটোকল পালনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনগুলির নিরিখে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

- আরটি পিসিআর টেস্ট বৃদ্ধির নির্দেশ : প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে ১১ই এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিল দেশজুড়ে ‘টিকা উৎসব’কে সফল করার নির্দেশ দেন। অন্ততঃ ৭০% টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে যেন আরটি পিসিআর টেস্ট করা হয় তার ওপর জোর দেন।

অক্সিজেন উৎপাদন

বৃদ্ধি এবং জোগান বৃদ্ধির জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা

দেশে অক্সিজেনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখে উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অক্সিজেন যাতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছয় সেজন্য ড্রাইভারদের শিফটে কাজ করার কথা বলা হয়েছে যাতে ২৪ ঘন্টায় কখনও ট্যাঙ্কারগুলির চাকা না থামে। রাজ্যগুলির অক্সিজেনের কোটা বাড়িয়ে লিক্যুইড মেডিকেল অক্সিজেনের সরবরাহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য দেশ থেকেও অক্সিজেন আমদানি করা হচ্ছে। ইস্পাত কারখানাগুলিকে নাইট্রোজেন ট্যাঙ্কারকে দ্রুত অক্সিজেন ট্যাঙ্কারে পরিবর্তিত করতে বলা হয়েছে

শিল্প জগৎ থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশ থেকে ভারতের জন্য সাহায্য

৫৫১ টি

পিএসএ (প্রেসার স্যুইং অ্যাডপশন) মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ

৩৩ টি

এ ধরনের উৎপাদনকেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে আর অন্যগুলি মে মাসের মধ্যে চালু হবে

৫৭০০

মেট্রিক টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন প্রতিদিন উৎপাদিত হবে ২০২১-এর আগস্ট মাসের মধ্যে

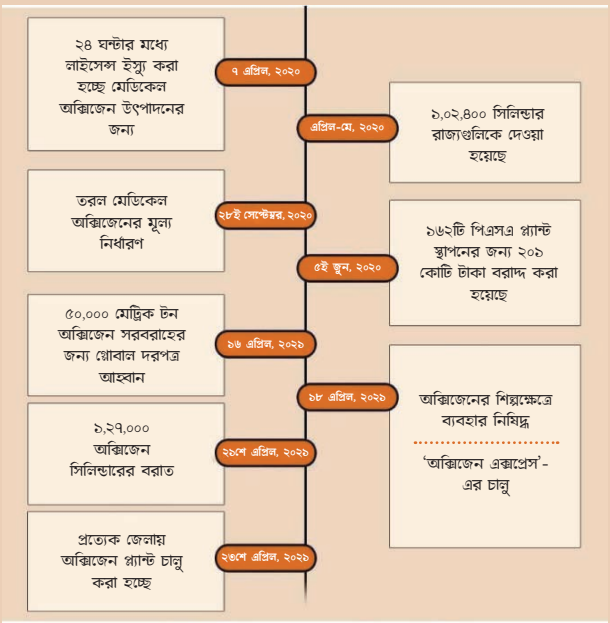

১,০২,৪০০ টি

অক্সিজেন সিলিন্ডার রাজ্যগুলিকে গত বছর দেওয়া হয়েছে। অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে আরও ১,২৭,০০০ সিলিন্ডার বরাদ্দ করা হয়েছে

৯,২৫০

মেট্রিক টন প্রতিদিন অক্সিজেন উৎপাদন ২০২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে চালু হয়েছে

১,০০,০০০

পোর্টেবল অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ক্রয়ের অনুমোদন পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে

৫০০-রও

বেশি পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট আগামী ৩ মাসে ডিআরডিও স্থাপন করবে পিএম কেয়ার্স তহবিলের মাধ্যমে

সশস্ত্র বাহিনী ভরসা জাগাচ্ছে

প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য আমাদের সশস্ত্র সেনারা ভরসা এবং আত্মবিশ্বাসের অপর নাম। সঙ্কট এই মুহূর্তে সময় বাঁচানোর জন্য বিমানবাহিনী নিজস্ব বিমানে অক্সিজেনের খালি ট্যাঙ্কারগুলিকে কারখানায় পৌঁছে দিচ্ছে।

নৌ-বাহিনীও অক্সিজেন পরিবহণ করছে। সেনাবাহিনী দেশের অনেক শহরে করোনা রোগীদের শুশ্রূষার জন্য কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু করেছে। বিগত দু'বছরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা মেডিকেল কর্মীদের আবার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পরিষেবা প্রদানের জন্য ডাকা হয়েছে।

রেমডেসিভির রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা

- রেমডেসিভির ইঞ্জেকশনের চাহিদা অনুসারে সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছে, এর রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে এর কালোবাজারি না হতে পারে
- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে ২৭-২৯ লক্ষ প্রতি মাসের হিসেবে ডোজ উৎপাদন হচ্ছিল। মে মাস পর্যন্ত তা ৭৪.১০ লক্ষ প্রতি মাসে উৎপাদন হবে। মহারাষ্ট্র, কেরল, মধ্যপ্রদেশ আর দিল্লি সহ ১২টি সর্বাধিক করোনা সংক্রামিত রাজ্যে পর্যাপ্ত সরবরাহের নির্দেশ

রেলের তৎপরতা বৃদ্ধি

- রাজ্যগুলিতে অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস' চালু করেছে
- ৪,০০০ রেলওয়ে কোচে অক্সিজেনের সুবিধা সহ ৬৪,০০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যগুলির চাহিদা অনুসারে এগুলি পাঠানো হচ্ছে
- ২৬শে এপ্রিল প্রথম 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস' মুম্বাই পৌঁছেছে। মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ সহ ১২টি সর্বাধিক সংক্রামিত রাজ্যে অক্সিজেন সরবরাহ চালু করা হয়েছে

- সকলের অংশগ্রহণ : প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপালদের সঙ্গে বৈঠক করে ভেন্টিলেটর, টেস্ট কিট সহ কোভিড প্রোটোকল অনুসারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মজুত কতটা রয়েছে তার সমীক্ষা করেছেন। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলের অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। ২০ই এপ্রিল জনগণের সঙ্গে বার্তালাপে প্রধানমন্ত্রী মোদী করোনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধে দেশের প্রস্তুতি সম্পর্কে উল্লেখ করে জনগণকে নির্ভয়ে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

০২

নম্বরে ভারত বিশ্বের পিপিই কিট উৎপাদনের ক্ষেত্রে। করোনার প্রাথমিক সংক্রমণের সময় ভারতে এর উৎপাদন প্রায় হতই না।

- ছোট শহরগুলির দিকে নজর : ছোট এবং মাঝারি শ্রেণীর শহরগুলিতে রোগীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে সেগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। রোগীরা যাতে বাড়ি থেকেই অনলাইন চিকিৎসা-পরামর্শ পেতে পারেন সেই পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। আইসিএমআর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জারি করা গাইডলাইন অনুসারে রাজ্যগুলিকে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের নিয়মিত তদারকির অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১২,০০০

ভেন্টিলেটরের সুবিধাসম্পন্ন শয্যা দেশে ছিল করোনা সংক্রমণ প্রথমবার শুরু হওয়ার সময়। আজ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮,০০০-এরও বেশি। ভারত ভেন্টিলেটরের সর্ববৃহৎ উৎপাদকদের মধ্যে অন্যতম।

টিকা নেওয়াই

সুস্থ হওয়ার একমাত্র উপায়

আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডঃ অ্যান্থনি ফাউচির বক্তব্য অনুসারে, ভারতের কোভ্যাক্সিন কোভিডের বেশ কিছু ভেরিয়েন্টসকে অকেজো করতে সক্ষম। ফাউচির মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকা নেওয়াই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত।

২০ই এপ্রিল পর্যন্ত টিকাকরণের পরিসংখ্যান অনুসারে কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ নেওয়ার পর ৯৩,৫৬,৪৩৬ জনের মধ্যে ৪,২০৮ জন করোনা সংক্রমণের শিকার অর্থাৎ, মাত্র ০.০৪%।

কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ নেওয়ার পর ১০,৩,০২,৭৪৫ জনের মধ্যে ১৭,১৪৫ জন সংক্রমণের শিকার হয়েছেন, অর্থাৎ, মাত্র ০.০২%। দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর ১,৫৭,৩২,৭৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ৫,০১৪ জনই করোনা সংক্রমণের শিকার হয়েছেন অর্থাৎ, মাত্র ০.০৩%।

কোভ্যাক্সিন

১৭,৩৭,১৭৮

জন উভয় ডোজ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬৯৫ জনই সংক্রমণের শিকার হয়েছেন।

হাসপাতালগুলিতে আইসোলেশন এবং আইসিইউ বেডের সংখ্যা ৪০ গুণ বাড়ানো হয়েছে

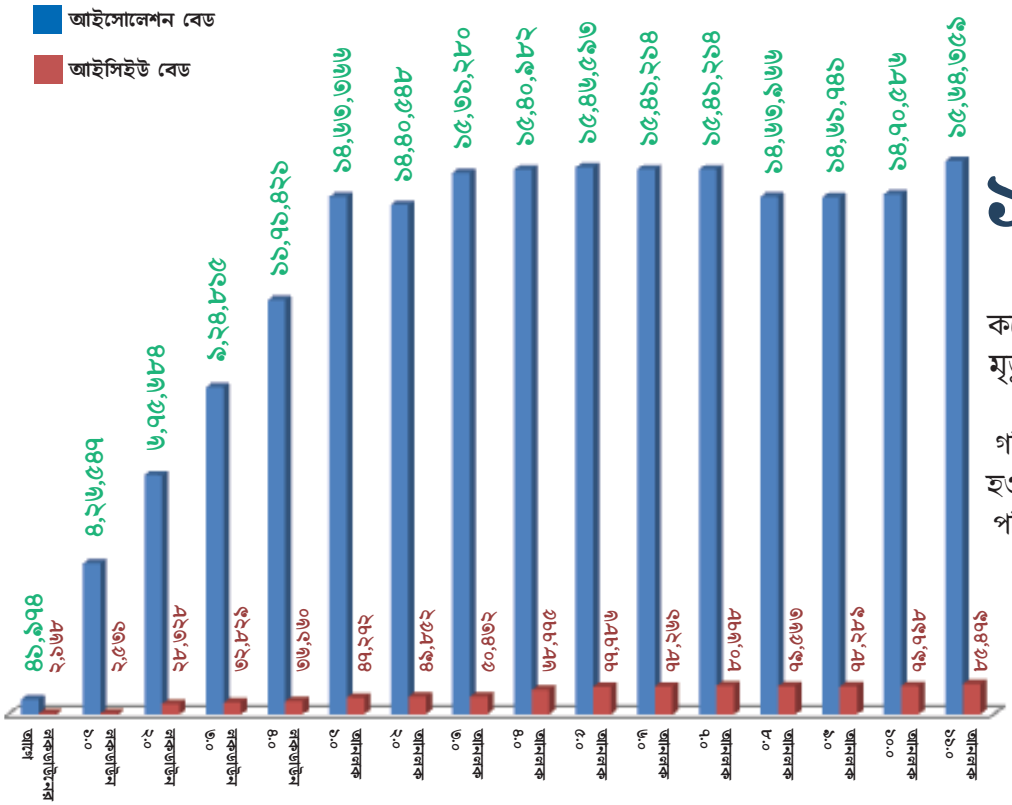

১.১১%

হল ভারতে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হার। দ্বিতীয় ঢেউয়ে তীব্র গতিতে সংক্রমণ হওয়ার পরেও এই পরিসংখ্যান বিশ্বে সর্বনিম্ন

(*এপ্রিল '২১ পর্যন্ত)

রোগীর সংখ্যা বাড়লেও সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা উর্ধ্বমুখী

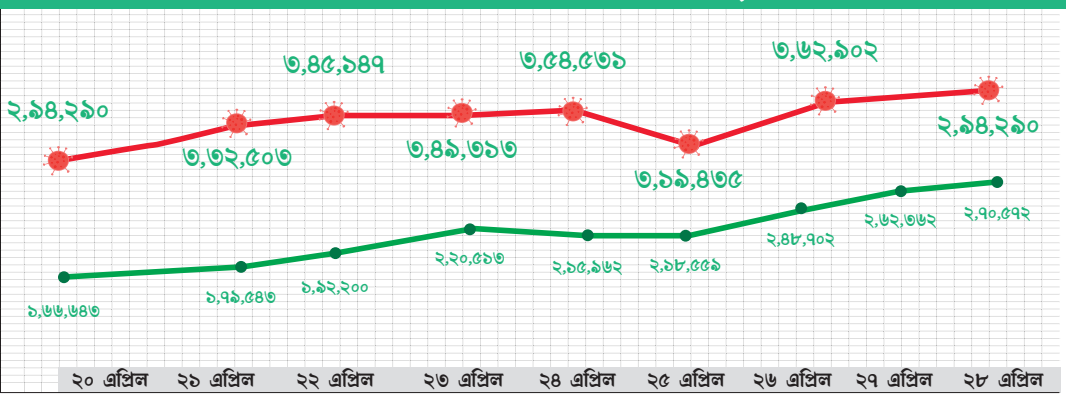

২৪০০-এরও

বেশি গবেষণাগারে প্রতিদিন এখন ১৫ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষা হচ্ছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০-তে যেদিন প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়েছিল সেদিন দেশে একটাই ল্যাব ছিল

সবচেয়ে সস্তা টিকার পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিকাকরণ অভিযান ...

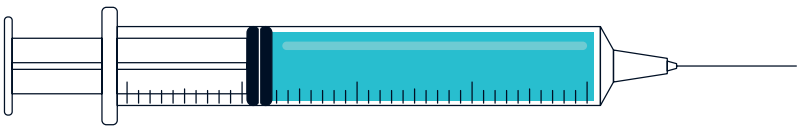

- কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য ভারতে এ সময়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ টিকাকরণ অভিযান চলছে। মাত্র ৮৫ দিনে ১০ কোটি মানুষকে টিকা দিয়ে ভারত কম সময়ে বেশি মানুষকে টিকা দেওয়ার একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে
- ২১শে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ভারতে মাত্র ৯৫ দিনে ১৩ কোটিরও বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকায় এই পরিসংখ্যান ১০১ দিনে সম্পূর্ণ হয়েছিল। চিনে ১০৯ দিনে এতজনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১৪ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে
- ভারতে ১৬ই জানুয়ারি, ২০২১-এ স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকাকরণের মাধ্যমে করোনা টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ থেকে অগ্রভাগে থাকা কর্মীরাও টিকা পেতে শুরু করেছেন। ১লা মার্চ, ২০২১ থেকে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষেরা টিকা পেয়েছেন আর যাঁদের বয়স ৪৫-৫৯ বছরের মধ্যে এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদেরকেও ১লা এপ্রিল, ২০২১ থেকে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে।
- দেশে তৈরি কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ডের পাশাপাশি টিকাকরন অভিযানে আরও গতি আনতে রাশিয়ায় তৈরি 'স্পুটনিক ভি' টিকাকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

১৮ বছরের বেশি বয়সী নবীনদের টিকাকরণও শুরু হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে এই টিকাকরণ সারা দেশে ১লা মে থেকে শুরু হয়েছে।

পয়লা এপ্রিল থেকে সরকার ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেককেই টিকা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

১২ই এপ্রিল থেকে ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ২০২১-এর জুলাই মাসের মধ্যে দেশের ৩০ কোটি জনগণকে টিকা দেওয়া হবে। বিশ্বে ভারত, চিন ও আমেরিকার মতো মাত্র তিনটি দেশই রয়েছে যাদের জনসংখ্যা ৩০ কোটির বেশি।

১৬.১৬

কোটি টিকা এখন পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রাজ্যগুলিকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে

১৫.২২

কোটি টিকা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত উভয় ডোজ মিলে দেশে দেওয়া হয়েছে

আগে আমরা সাহায্য করেছি, এখন বিশ্ব প্রতিদান দিচ্ছে ...

- কোভিড অতিমারীর প্রথম দিকে ভারত, আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান, কানাডা সহ অনেক দেশকে ওষুধ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ পাঠিয়েছে, বিশেষ করে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন। তাছাড়া, 'ভ্যাক্সিন মৈত্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টিরও বেশি দেশে কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড টিকা পাঠানো হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমস্ত দেশকে ভারতের থেকে প্রেরণা নেওয়ার উপদেশ দিয়েছে। আমেরিকার মতো দেশও ভারতকে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে। ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভগবান হনুমানের সঙ্গে তুলনা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
- করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় যখন ভারত সঙ্কটে, সারা পৃথিবীর দেশগুলি তখন ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভুটান থেকে শুরু করে আমেরিকা, সৌদি আরব থেকে শুরু করে জাপান এবং ব্রাজিল; ইতিমধ্যেই ৪০টি দেশ ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে।
- আমেরিকা ভারতকে অক্সিজেন সিলিন্ডার, রেগুলেটর এবং এন-৯৫ মাস্ক পাঠিয়েছে। তাছাড়া, ওষুধ ও টিকা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও পাঠাচ্ছে।
- ব্রিটেন নয়টি ত্রাণ উপকরণ এবং ঔষধি সরবরাহের কনসাইনমেন্ট ভারতে পাঠিয়েছে। জার্মানি মোবাইল অক্সিজেন প্ল্যান্ট, মাস্ক এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা ভারতকে পাঠাচ্ছে।
- সৌদি আরব এবং কুয়েত ভারতে অক্সিজেন পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ভেন্টিলেটর, গ্লাভস, মাস্ক এবং নানা রকম ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ভারতে পাঠিয়েছে। সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড অক্সিজেন ট্যাঙ্কার পাঠিয়েছে।

আগেও জিতেছি...

কোভিডের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করোনার প্রথম ঢেউ থেকে দ্বিতীয় ঢেউ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করার পাশাপাশি করোনা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল, এইমস এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের টিম দিন-রাত এই কাজে ব্যস্ত থেকেছে। এই হিসেবে সময়ে সময়ে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে হাসপাতালগুলির জন্যও গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। অক্সিজেন, ওষুধ এবং টিকা সরবরাহের পাশাপাশি টিকাকরণের প্রতি মুহূর্তের আপডেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। করোনার প্রথম ঢেউয়ে ভারত যেভাবে জয়লাভ করেছে, হু থেকে শুরু করে বিশ্বের সমস্ত প্রতিষ্ঠান তার প্রশংসা করেছে। এখন দ্বিতীয় ঢেউকে সাহসিকতা ও সতর্কতার সঙ্গে টিকার মাধ্যমে দুর্বল করে দিতে হবে। আমরা জানি, করোনা ভাইরাসের প্রথম ঢেউ-এ আমরা কিভাবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছি ...

- সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে ছিল। চিন ইউহান ভাইরাস সম্পর্কে ৭ই জানুয়ারি, ২০২০ বিশ্বকে জানিয়েছে। ভারত তার ঠিক পরদিন, অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারিতেই একটি 'মিশন মিটিং'-এর আয়োজন করেছিল
- ভারত ১৭ জানুয়ারি,২০২০ থেকেই বিদেশ থেকে আসা বিমান যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা শুরু করে। শুরুতেই যে দেশগুলিতে এই কাজ চালু হয়েছিল তার মধ্যে ভারত অন্যতম
- ভারতে করোনার প্রথম রোগী ৩০ জানুয়ারিতে শনাক্ত হয়। আর সেদিনই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কন্টেনমেন্ট স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা চালু করা হয়
- মার্চের প্রথম সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। সেজন্য তিনি বলেছিলেন যে তিনি কোনও হোলির উৎসবে অংশ নেবেন না। অতিমারীর গোড়ার দিকে এই সিদ্ধান্ত ছিল দৃষ্টান্ত মূলক। তখন ভারতে ৫০ জন রোগীও ছিলেন না

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ভারতের মডেলই গ্রহণ করেছে

ভারত আরটি-পিসিআর পরীক্ষার পাশাপাশি র্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষাও চালু করেছে। গোড়ার দিকে এই কৌশলের জন্য ভারত সমালোচিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই মডেল গ্রহণ করেছে।

- দেশের অধিকাংশ এলাকায় এপ্রিল মাস থেকেই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবীতে এই উপদেশ পাঠিয়েছে জুন মাসে
- ২৪ মার্চেই প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে সারা দেশে লকডাউন চালু করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বার্তা দিয়েছিলেন 'জান হ্যায় তো জহাঁ হ্যায়'। অর্থাৎ, জীবন অন্য সবকিছুর থেকে বেশি মূল্যবান। যখন ভারতে লকডাউনের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন বিশ্বের অন্য কোনও দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি
- লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা প্রদান এবং ইতিবাচক আবহ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সরকার লকডাউনের সময় করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দিয়েছে
- আনলক পর্যায়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণে একটি প্রাচীন প্রবাদ উল্লেখ করে করোনা অতিমারী প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানান। 'জান ভি, জহাঁ ভি'
- ২৮ নভেম্বরের সরকারি তথ্য অনুসারে, ভারতে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬,৭৩১ জন করোনা রোগী ছিলেন যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল। প্রতি ১০ লক্ষে আমেরিকায় ৪০,০০০, যুক্তরাজ্যে ২৩,৩৬১ জন, ফ্রান্সে ৩৩,৪২৪, ব্রাজিলে ২৯,১২৯ এবং ইতালিতে ২৫,৪৫৬ জন করোনা রোগী ছিলেন।
- নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১০ লক্ষে মৃত্যু হার ছিল ৯৮, যেখানে আমেরিকা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য এবং ইতালিতে যথাক্রমে ৮১৩, ৮০৫, ৭৮০, ৯৫৫, ৮৪৬ ও ৮৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতি ১০ লক্ষে মৃত্যু হার ভারতের তুলনায় অন্যান্য দেশে ৮-৯ গুণ বেশি ছিল।

ভারত বিশ্বের ফার্মেসিতে পরিণত হয়েছে

- কোভিড সংক্রমণকালে ভারত বিশ্বের অন্যান্য দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ও অন্যান্য ওষুধ পাঠিয়েছে। তাছাড়া পিপিই কিট এবং মাস্কও পাঠিয়েছে। আমেরিকা, ব্রাজিল এবং অন্যান্য যে দেশগুলিতে কঠিন পরিস্থিতি ছিল ভারত তাদেরকে সাহায্য করেছে
- প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশে টিকার উন্নয়ন ও উৎপাদন সম্পর্কে সরেজমিনে জানতে আমেদাবাদের জাইডাস বায়োটেক পার্ক, হায়দরাবাদের ভারত বায়োটেক এবং পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া পরিদর্শন করেন
- দেশে উৎপাদিত কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড টিকা বিশ্বের সুলভতম করোনা টিকা। রেকর্ড সময়ের মধ্যে দেশে করোনা টিকা মজুত ও সরবরাহের জন্য কোল্ড চেন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে

এভাবে আমরা করোনার প্রথম ঢেউয়ে জয়লাভ করেছি

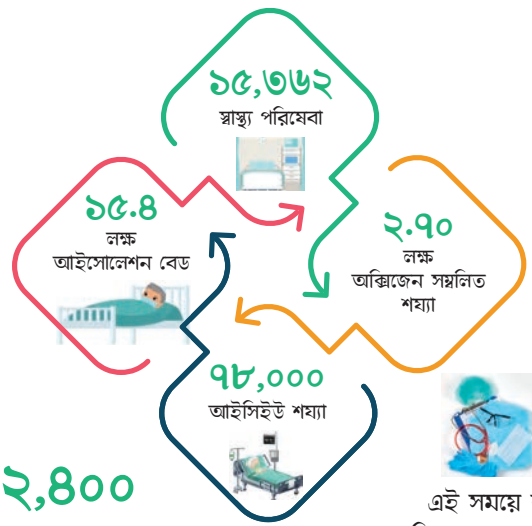

৩২,৪০০

ভেন্টিলেটর দেশের সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে

এই সময়ে রাজ্য সরকারগুলিকে ৩.৭০ কোটি এন-৯৫ মাস্ক এবং ১.৬০ কোটি পিপিই কিট সরবরাহ করা হয়েছে

আয়ুর্বেদও করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ...

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি আয়ুর্বেদও করোনা সঙ্কটকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব একে স্বীকার করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলায় নতুনভাবে গাইডলাইন জারি করেছে যা অনুসরণ করলে আমরা সহজ পদ্ধতিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারব।

প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির আয়ুর্বেদিক উপায়

- সকালবেলা ১০ গ্রাম (১ চা চামচ) চ্যবনপ্রাশ খান। যাঁদের মধুমেহ রোগ আছে, তাঁরা চিনিমুক্ত চ্যবনপ্রাশ খান
- ভেষজ চা/ তুলসী, দারচিনি, গোলমরিচ, শুকনো আদা এবং কিশমিশ-এর মিশ্রণে তৈরি কাঢ়া দিনে এক বা দু'বার পান করতে হবে। এর সঙ্গে স্বাদ অনুসারে গুড়/ তাজা লেবুর রস যোগ করা যেতে পারে
- সোনালী দুধ : আধ-চামচ গুঁড়ো হলুদ ১৫০ মিলিলিটার গরম দুধে মিশিয়ে দিনে এক বা দু'বার পান করুন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

- সারাদিন ধরে বারবার ইষদুষ্ণ জল খান
- দিনে অন্তত ৩০ মিনিটের জন্য যোগাসন, প্রাণায়াম এবং ধ্যান করুন
- হলুদ, জিরা, ধনে এবং রসুন রান্নায় ব্যবহার করুন

লক্ষণযুক্ত হালকা কোভিড-১৯ আক্রান্তদের উপশম ব্যবস্থাপনা

হালকা জ্বর, মাথাব্যথা, অস্থিরতা ও ক্লান্তি

- দিনে দু'বার গরম জলের সঙ্গে সুদর্শন ঘনবটিকা (৫০০ মিলিগ্রাম) ১৫ দিনের জন্য
- নাগারাদি কাশায়া (২০ মিলিগ্রাম) দিনে দু'বার ১৫ দিনের জন্য

কফ : ৩ গ্রাম মধুর সঙ্গে শীতপলাদি চূর্ণ মিশিয়ে দিনে তিনবার ১৫ দিনের জন্য

গলাব্যথা : ভ্যোশাদি বটিকার ২-৩টি বড়ি প্রয়োজন অনুসারে চুষে খেতে হবে। যষ্ঠীমধু চূর্ণ (১-৩ গ্রাম) দিনে তিনবার মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে ১৫ দিনের জন্য

নাক বন্ধ, স্বাদহীনতা : প্রয়োজন অনুসারে ১-২ ভ্যোশাদি বটিকা চুষে খেতে হবে

**রোগীর অবস্থা অনুযায়ী আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ওষুধের মাত্রা ও সময় পরিবর্তন করতে পারেন*

সাধারণ নির্দেশাবলী

- এক চিমটি হলুদ এবং নুন মিশিয়ে উষ্ণ জলে গারগেল করুন। ত্রিফলা এবং যষ্ঠীমধু জলে ফুটিয়ে ইষদুষ্ণ করে গারগেল করা যেতে পারে
- ঔষুধ তেল বা তিল / নারকেল তেল বা গাওয়া ঘি দিয়ে তৈরি পাচন দিনে দু'বার নাকে লাগান
- জোয়ান বা পুদিনা বা ইউক্যালিপ্টাস তেল (১-৫ ড্রপ) মেশানো জলে ভাপ নিন অথবা দিনে একবার কর্পূর মেশানো গরম জলে ভাপ নিন
- ৭-৮ ঘন্টা ভালো করে ঘুমোতে হবে। যথাসম্ভব দিবানিদ্রা বর্জন করতে হবে
- তুলসী পাতা দিয়ে ফোটানো জল বারবার খেতে হবে

শুকনো কাশি ও গলাব্যথা হলেঃ

- তাজা পুদিনা পাতা অথবা জোয়ান ফুটন্ত জলে ফেলে দিনে একবার ভাপ নিতে হবে
- কাশি এবং গলা খুশখুশের উপশমের জন্য প্রাকৃতিক চিনি/মধুর সঙ্গে লবঙ্গের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে হবে
- এই পদ্ধতিগুলি সাধারণ শুকনো কাশি এবং গলাব্যথার উপশমে কাজে লাগে কিন্তু যদি না সারে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়

সহজ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

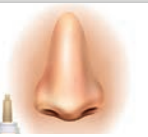

- নাকে প্রয়োগ : তিল / নারকেল তেল অথবা গাওয়া ঘি উভয় নাকে (প্রতিমর্ষ নাস্য) সকালে এবং বিকেলে লাগাতে হবে
- তৈল শোষণ প্রক্রিয়া : এক টেবিল চামচ তিল তেল বা নারকেল তেল মুখে নিন। গিলবেন না। ২-৩ মিনিট মুখে নিয়ে কুলকুচি করে থুতু ফেলুন। তারপর ইষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করুন। দিনে একবার বা দু'বার এই প্রক্রিয়া পালন করবেন।

সতর্কতাই হল একমাত্র প্রতিরক্ষা ...

সেজন্য শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং টিকা নিন

করোনা মহামারীর মধ্যে মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলার কাটগাঁও তান্ডা গ্রাম থেকে উঠে এসেছে একটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিবেদন। এক বৃদ্ধ দম্পতি কিভাবে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করেছেন। ১০৫ বছর বয়সী ভেনু চবন এবং তাঁর ৯৫ বছর বয়সী স্ত্রী মোটাবাঈ করোনা সংক্রমণের পর মার্চ মাসের শেষের দিকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই হাসপাতালের আইসিইউ-তে কয়েকদিন কাটানোর পর তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

মধ্যপ্রদেশের মোরেনার বাসিন্দা সুমিত দুবে দু'বার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করেছেন। এখন তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করছেন। গতবছর প্রথম ঢেউয়ের সময় তিনি একবার সংক্রামিত হয়েছিলেন আর এবারও দ্বিতীয় ঢেউ-এ তিনি সংক্রামিত হয়েছেন। দু'বারই তিনি হোম আইসোলেশনে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। তাঁর মতে, এই রোগের বিরুদ্ধে জয়ের মূলমন্ত্র হল আত্মপ্রত্যয় এবং সঠিকভাবে ডাক্তারের নির্দেশ পালন করা।

করোনা একটি সংক্রামক রোগ কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকেই ৮৫% রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ১৫ জন করোনা রোগীর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়েছে। এই অতিমারীর সময় সঠিক তথ্যই রোগ প্রতিরোধে সঠিক কাজে লাগবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ নিয়মিত মানুষকে সচেতন করতে নির্দেশিকা জারি করছে। আসুন, আমরা করোনা রোগের আরও কিছু চিকিৎসা ও উপশমের উপায় সম্পর্কে জানি।

সংক্রমণ

এই রোগীদের টেস্টের মাধ্যমেই চিহ্নিত করা যায়। এঁদের শরীরে সাধারণ অক্সিজেনের মাত্রা থাকে ৯৪%।

রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

রোগীদের আইসোলেশনে থাকতে হবে বাড়ির সবার থেকে আলাদা এমন একটি ঘরে, যে ঘরের পাশে কোনও বয়স্ক নাগরিক, উচ্চ রক্তচাপসম্পন্ন ব্যক্তি, হৃদরোগ-সম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা কিডনির সমস্যা রয়েছে এরকম কেউ থাকেন না।

রোগীদের যে ঘরে আইসোলেশনে রাখা হবে সেই ঘরে ভালো আলো-বাতাস খেলতে হবে আর মুক্ত বাতাসের জন্য সব সময় জানালা খোলা রাখতে হবে

সব সময় ত্রিস্তরীয় মাস্ক পরতে হবে আর প্রত্যেক ৮ ঘন্টায় সেই মাস্ক নষ্ট করে দিতে হবে। যাঁরা করোনা রোগীদের দেখাশোনা করবেন তাঁদেরকেও এন-৯৫ মাস্ক পরতে হবে

মাস্কগুলিকে ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে চুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে তারপর ডাস্টবিনে ফেলতে হবে

রোগীর শরীরে জলের পরিমাণ অব্যাহত রাখতে তাঁকে বারবার তরল পানীয় দিতে হবে আর যথেষ্ট বিশ্রাম সুনিশ্চিত করতে হবে

৪০ সেকেন্ড ধরে ঘষে ঘষে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে অথবা অ্যালকোহল-ভিত্তিক স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে

স্ব-উদ্যোগী সচেতন রোগীরা নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা এবং শারীরিক অবস্থা নিজেরাই তদারকি করবেন আর পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে নিজেদের শরীরের অক্সিজেনের মাত্রাও লক্ষ্য রাখবেন

হোম আইসোলেশনে কোন রোগীকে রাখা যেতে পারে?

- যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন, তিনি যদি রোগীকে হালকা বা লক্ষণহীন রোগী বলেন
- এই রোগীদের হোম আইসোলেশন এবং পরিবার থেকে আলাদা থাকার জন্য তাঁর ঘরে উপযুক্ত সুবিধা থাকতে হবে
- ২৪ ঘন্টা রোগীকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ব্যক্তিকে থাকতে হবে। হোম আইসোলেশনের সম্পূর্ণ সময়কালে দেখাশোনা করা ব্যক্তি এবং হাসপাতালের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকতে হবে

৬০ বছরের বেশি বয়সী রোগী এবং উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, হৃদরোগ, ক্রনিক ফুসফুস / যকৃত / কিডনি রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শেই আইসোলেশন।

এইচআইভি, ট্রান্সপ্ল্যান্ট, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যাঁদের প্রতিরোধক ক্ষমতা খুব কম, তাঁদেরকে সাধারণত হোম আইসোলেশনে রাখতে বলা হয় না। ডাক্তারের পরামর্শেই আইসোলেশনে রাখা যেতে পারে।

দেখাশোনা করা এবং এ ধরনের রোগীর সংস্পর্শে আসা সবাইকে চিকিৎসকের পরামর্শে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিতে হবে।

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf - এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্দেশাবলী পালন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে

শুশ্রূষাকারীদের জন্য সতর্কতা

সব সময় ত্রিস্তর-বিশিষ্ট মাস্ক পরতে হবে। রোগীর কাছে গেলে এন-৯৫ মাস্ক পরতে হবে। রোগীর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। বায়ো-মেডিকেল বর্জ্য সিপিসিবি প্রকাশিত নির্দেশাবলী মেনে নষ্ট করতে হবে।

হোম আইসোলেশন কবে শেষ হবে

হোম আইসোলেশনে থাকা রোগী আইসোলেশনে থাকার ১০ দিন পেরিয়ে গেলে জ্বর আসেনি বা অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়নি, এরকম তিনদিন কাটলে হোম আইসোলেশন থেকে বেরোতে পারবে।

লক্ষণহীন বা হালকা লক্ষণযুক্ত রোগীদের চিকিৎসা

এ ধরনের রোগীদের ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। যে কোনও রকম অসুবিধা হলে ডাক্তারকে জানাতে হবে। অন্যান্য রোগের যে ওষুধ তিনি খান, সেগুলিও ডাক্তারের পরামর্শে খেয়ে যেতে হবে।

জ্বর, নাক দিয়ে জল পড়া এবং কাশি থাকলে করোনা হতে পারে। রোগীদের নিয়মিত উষ্ণ জল দিয়ে গারগেল এবং দিনে দুই কিংবা তিনবার ভাপ নিতে হবে।

দিনে চারবার সর্বোচ্চ ডোজ ৬৫০ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল ট্যাবলেট গ্রহণের পরেও যদি জ্বর বজায় থাকে তবে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন যারা অন্য ওষুধের পরামর্শ দিতে পারে।

অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকার কারণে বা শ্বাসকষ্টের কারণে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং তাদের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হয়

রেমডেসিভির

অথবা অন্য যে কোনও ওষুধ সবসময়ই হাসপাতালে কোনও ডাক্তারের তদারকিতে থেকেই প্রয়োগ করা যাবে। বাড়িতে নিজে নিজে কোনও করোনা রোগীকে রেমডেসিভির প্রয়োগের চেষ্টা করবেন না।

কখন চিকিৎসা শুরু হবে

- শ্বাসকষ্ট হলে
- অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে
- লাগাতার বুকে ব্যথা হলে
- যখন রোগী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন
- কঠিন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে

স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা

- আইসোলেশনে থাকা রোগীদের নিবিড় তদারকি
- হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের প্রাত্যহিক স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেওয়া
- রোগীদের বিস্তারিত বিবরণ কোভিড-১৯ পোর্টালে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অ্যাপ-এ আপডেট করা
- হোম আইসোলেশনের নিয়মাবলী ভঙ্গ হলে অথবা জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন হলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে

সকলের জন্য স্বাস্থ্য

২০১৪-য় যখন দেশে নতুন সূত্রপাতের কাহিনী লেখা হল, তখন প্রথমবার এমন একটি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল যেদিকে আগে কখনও এতটা নজর দেওয়া হয়নি। নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, গ্রাম থেকে শুরু করে এখন ছোট শহরগুলির পাশাপাশি বড় শহরগুলিতেও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা শুরু হয়ে গেছে

দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিয়ন্ত্রিত করা থেকে শুরু করে একে গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি পরিকাঠামোর ঘাটতি ছিল। দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য যোগ্য কর্মচারী এবং উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এই তথ্যগুলি মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবার সাধারণ বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১৩৭% বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এর উদ্দেশ্য হল, দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শিকড় থেকে শুরু করে ওপর পর্যন্ত সংস্কার করা।

প্রত্যাশা পূরণ

৩০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে যখন ভারতে প্রথম করোনা আক্রান্তের ঘটনা সামনে আসে, তখন দেশে শুধু পুণেতে ন্যাশনাল ভাইরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারেই এর পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আজ দেশের ২,৪৮৬টি ল্যাবরেটরিতে কোভিড পরীক্ষার সুবিধা চালু হয়েছে।

সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশে নানা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সংক্রমণকে গোড়াতেই থামিয়ে দেওয়ার উপায় খোঁজা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে শুরু করেছে। ২০২১-২২-এর বাজেটে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনার মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পরিবর্তনে জোর

১৩৭%

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি সরকারের অগ্রাধিকারকে তুলে ধরে

৮০%

টিকাকরণের খরচ প্রথম পর্যায়ে পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছিল। ভেন্টিলেটর এবং অক্সিজেন প্ল্যান্টের জন্য বিশেষ অনুদানও দেওয়া হয়েছিল

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে এই চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব

০১ অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি

০২ গরীবদের জন্য সুলভ এবং কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা

০৩ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব

০৪ উদ্ভূত সমস্যাগুলি দূর করতে মিশন মোডে কাজ

গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা

৬.৩ কোটি দেশবাসী প্রতি বছর চিকিৎসার বিপুল খরচের ফলে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যেতেন

১০.৭৪ কোটি পরিবার অর্থাৎ, দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনসংখ্যাকে পিএমজেএওয়াই-আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। তাঁদেরকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭,৬৭৬টি জনঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে গরীব মানুষকে প্রায় ৯০% কম দামে ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হচ্ছে।

মাত্র ৭,২৬০ টাকায় বেয়ার-মেটাল স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে স্টেন্টের দাম ৮৫% কমানোর ফলে মাত্র ২৯,৬০০ টাকায় ড্রাগ-ইলিউটিং স্টেন্ট (ডিইএস) সহ মেটালিক বায়ো-ডিগ্রেডেবল স্টেন্ট কেনা যাচ্ছে।

- ২২টি রাজ্যে ৫০টিরও বেশি প্রকল্প শুরু করে অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য বিশেষ অভিযান চলছে
- প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনার মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের ব্যাঙ্ক আকাউন্টে ৬,০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর ৫১ লক্ষেরও বেশি মহিলা উপকৃত হচ্ছেন
- পিএমজেএওয়াই-আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই গরীবদের চিকিৎসার জন্য ৭০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করা হয়েছে

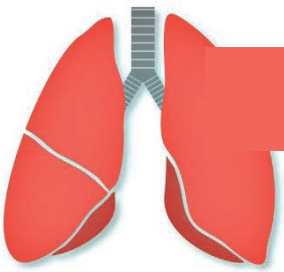

সালের মধ্যে সরকার সম্পূর্ণ যক্ষ্মা নিবারণের লক্ষ্য স্থির করেছে

২০২৫

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমগ্র বিশ্বকে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মামুক্ত করার লক্ষ্য রেখেছে। ভারত অনেকটা এগিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করার লক্ষ্য রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই ভারতকে যক্ষ্মামুক্ত করতে কৌশলগত পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রথম তিন বছরে ১২,০০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার মাত্রা বেড়েছে

স্বচ্ছ ভারত
एक कदम स्वच्छता की ओर

দেশের অধিকাংশ গ্রাম উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত দেশে ১১ কোটিরও বেশি বাড়িতে শৌচালয় নির্মিত হয়েছে।

প্রত্যেক শিশুর টিকাকরণ সুনিশ্চিত করা

১২টি রোগ প্রতিরোধে শিশুদের টিকাকরণের জন্য একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের ৫০ হাজারেরও বেশি শিশুর জীবন রক্ষার স্বার্থে এবারের বাজেটে নিয়োমোকক্কাল টিকাকরণ অভিযান চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩.৭০ কোটি শিশু এবং প্রায় ৯২ লক্ষ গর্ভবতী মহিলাদের 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর মাধ্যমে টিকা দেওয়া হচ্ছে। ■

২২ টি এইম্স হাসপাতাল দেশের বিভিন্ন স্থানে মেডিকেল শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেখানে দুটি এইম্স এবং নয়টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

- করোনা অতিমারীর সময় দেশে ৫০,০০০ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার খোলা হয়েছে
- টেলি-মেডিসিন পরিষেবায় ১০ লক্ষেরও বেশি জনগণ উপকৃত হয়েছেন
- ২০১৪ সালে দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ৫২,০০০ স্নাতক এবং ৩০,০০০ স্নাতকোত্তর আসন ছিল যা বাড়িয়ে বর্তমানে যথাক্রমে ৮৫,০০০ এবং ৪৬,০০০ করা হয়েছে
- ৩৮১টি মেডিকেল কলেজ খোলা হয়েছিল ১৯৪৭ থেকে ২০১৪-র মধ্যে। কিন্তু ২০১৪ থেকে ২০২০-র সংক্ষিপ্ত সময়ে ১৮৪টি মেডিকেল কলেজ চালু করা হয়েছে

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

নতুন ভারত

রূপান্তরের পথে

অনেক দশক ধরে ভাগ্যের ভরসায় থাকা দেশ এখন সামগ্রিক উন্নয়নের ভাবনা আর প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রগতির পথে এগিয়ে ...

দেশের ৬৫% জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের কম। তাঁদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি যেমন রয়েছে, তেমনই দেশকে উন্নয়নের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার উৎসাহও রয়েছে। ভারতের তরুণদের এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে একটি সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'নিউ ইন্ডিয়া, গ্রেট ইন্ডিয়া'-এর মূল ভাবনা। করোনার মতো বিপর্যয়ের সময়েও নতুন নতুন সুযোগ খুঁজে এই সক্ষম যুবশক্তি, একটি নির্ণায়ক নেতৃত্ব এবং কার্যকর গ্লোবাল প্রোফাইল সহ সুযোগগুলিকে নিজের হাতে নিয়ে 'নিউ ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ভারত ...

> *আমাদের চিন্তাধারা দেশের কল্যাণের জন্য। আমরা সেই চিন্তাধারা নিয়ে বড় হয়ে উঠেছি, যা বলে দেশ সবার আগে। এটা আমাদের আদর্শ যে, জাতীয় নীতির ভাষায় আমাদের রাজনীতির পাঠ শেখানো হয়। আমাদের রাজনীতিতেও জাতীয় নীতি সর্বজনীন। রাজনীতি বা জাতীয় নীতি - এরমধ্যে যে কোন একটিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মূল্যবোধ জাতীয় নীতিকে গ্রহণের এবং রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখার শিক্ষা দেয়। আমরা গর্বিত যে আমাদের চিন্তাধারা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'-এর কথা বলে। আর এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই আমরা বাঁচতে চাই।*
>
> - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিংশ শতাব্দী যদি রাজনৈতিক মহাশক্তির মাধ্যমে রূপ পেয়ে থাকে তাহলে, একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তি সংক্রান্ত মহাশক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এমন এক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছেন, যা ভারতে সুপ্রশাসনের ক্ষেত্রে গতি আনবে। ভারতের দ্রুত উন্নয়ন কেবল সমগ্র বিশ্ববাসীকে আশ্চর্য করেনি, বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মর্যাদাও বাড়িয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির সুদক্ষ ব্যবহারের ফলেই। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ করোনা মহামারীর সময় এগিয়ে চলেছে। লকডাউন সত্বেও দরিদ্র মানুষ তাদের প্রাপ্য সুবিধা পেয়েছেন। ভারতের মত এক নিবিড় ঘন বসতিপূর্ণ দেশে বিপর্যয় মোকাবিলায় এমন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যা করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় নজির স্থাপন করেছে। এখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এক বিধ্বংসী আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও একবার 'জান হ্যায় তো জাহান হ্যা'-এই মন্ত্র গ্রহণ করেছে। এই মন্ত্রের সুস্পষ্ট বার্তাই হল, সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। মহৎ এই কাজে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে দ্রুত ভাল পরিনাম পাওয়া গেছে।

নতুন শতাব্দীতে প্রযুক্তির গুরুত্ব এই ঘটনা থেকেও মূল্যায়ণ করা যেতে পারে, যখন প্রথমবার দেশে সরকারি কর্মসূচিগুলির সুযোগ-সুবিধা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষটির কাছেও সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে। ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি যেমন- প্রশাসনিক সংস্কার, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেলের সংস্কার, দুর্নীতি দূর করা, কর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জিএসটি-র মাধ্যমে এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা, দক্ষ ভারত উদ্যোগ, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, কৃষক ও মহিলাদের কল্যাণে উদ্যোগ, শিক্ষা থেকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের উদ্যোগের বাস্তবায়ন এখন সম্ভব হয়েছে।

এমনকি, এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যেগুলি গত কয়েক বছরে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে উন্নয়নের নিরিখে এক নতুন মাপকাঠি তৈরি করেছে। কেউ ভেবেছিল কি লাদাখের মত এলাকায় যেখানে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, সেখানে কিভাবে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বগিবীল সেতু নির্মাণের কাজ রেকর্ড সময়ে শেষ হতে পারে? ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে পড়ে থাকা অটল সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ ৬ বছরের মধ্যে শেষ হবে? প্রতিটি গ্রামে রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সড়ক পরিষেবা কয়েক বছরের মধ্যে পৌঁছে যাবে, তা কি কেউ কখন ভেবেছিল? কেউ কি এটা ভেবে ছিল যে, ১১ কোটির বেশি শৌচাগার নির্মাণ করে দেশকে উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র বর্জিত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে? জনধন যোজনার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে ৪০ কোটি দরিদ্র ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব কিনা? কেউ একথা কখনও ভেবে ছিল যে, আয়ুষ্মান ভারতের মত কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ কোটির বেশি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন সর্বজনীন চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব? সম্মান নিধি কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ জর্জরিত কৃষকদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে একথাও কি কেউ কখন ভেবে ছিল? বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে, একথাও কি কখনও কেউ ভাবতে পেরেছিল? স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দেশের যুবসম্প্রদায় কর্মপ্রার্থী থেকে কর্মদাতা হয়ে উঠতে পারে কিংবা বরো ও ব্রু-রিয়াং চুক্তি উত্তর-পূর্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে, তাও কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিল? প্রথমবার সিকিম ভারতের বিমান যোগাযোগের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে, তাও কি কেউ ভেবেছিল? কেউ কি ভেবেছিল ৩৭০ ধারা রদ হবে? তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ হবে? শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে রাম মন্দির নির্মাণের

কৃষি সংক্রান্ত নির্ণায়ক নীতি, উন্নয়নের জন্য দ্রুত কর্ম পরিকল্পনা, গ্রাম ও দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি, প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে অগ্রগতি এবং জীবন-যাপনের মানোন্নয়নের মত বিষয়গুলি ভারতের সাফল্যে নতুন মডেলের ক্ষেত্রে ব্যারোমিটার।

ভারতের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্টের নিরিখে এমন এক অনুকূল বাতাবরণ রয়েছে যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ২৭ বছরে কম বয়সী, যারা এক নতুন ভারত গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কাজ শুরু করা যাবে? করোনার মত বিপর্যয়ের মধ্যেও আত্মনির্ভর ভারতের মন্ত্র হৃদয়ে গেঁথে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের সঙ্গে প্রশাসনে থাকা নেতৃত্ব কিভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে? উরি সার্জিকাল স্ট্রাইক বা বালাকোট বিমান হানার মাধ্যমে ভারত তার শান্ত রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তির পাশাপাশি যথাযথ জবাব দেওয়ার বার্তা দিয়েছে। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে সরকার বিচক্ষণতার সঙ্গে দেশের দীর্ঘ মেয়াদি স্বার্থের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভারতের জন্য এক নতুন প্রভাত

সুপ্রশাসনে এক সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত করার এক উচ্চাকাঙ্খী প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সংখ্যাধিক্যের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বসম্মত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের আদর্শ সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রয়াসের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে।

কর্মক্ষেত্রে ৪৫ বছরের বেশি বয়সী সমস্ত ব্যক্তির টিকাকরণ ১২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে।

আপনার স্বপ্নের নতুন ভারত কেমন হবে তা শুনতে পাশের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

দারিদ্র থেকে মুক্তি, দুর্নীতি দূরিকরণ, সন্ত্রাসের অবসান, জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগেই দেশ এক উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য স্থির করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভারত সম্পর্কে তার চিন্তাধারা প্রকাশ করে বলেছেন, নতুন ভারত মানে কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন সাকার করতে এমন এক দেশ গঠন করা, যা ৩৫ বছরের কম বয়সী দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ যুবক-যুবতীর আশা-আকাঙ্খাকে উদ্বুদ্ধ করবে। এমন এক নতুন দেশ গড়ে তোলা হবে যেখানে মহিলাদেরও সমান অধিকার থাকে। এই নতুন ভারত এমন এক দেশ হয়ে উঠবে, যা দরিদ্রদেরকেও নিজ স্বার্থের পরিবর্তে দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ করে দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। দেশের

নতুন ভারত সম্পর্কে যুবাদের ধারণা কী

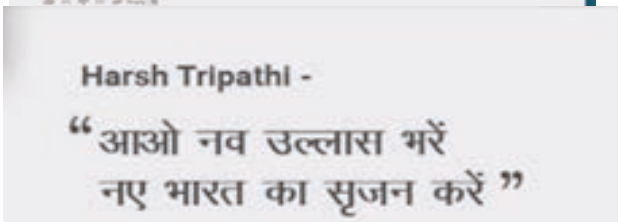

আধুনিক সমাজের উপযুক্ত রূপদানে প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই প্রযুক্তি না কেবল আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদারি জীবনে প্রভাব ফেলছে, সেই সঙ্গে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঠিক দিশা দানের ক্ষেত্রেও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

দরিদ্র মানুষ এখন নিজেদের সাহসিকতা প্রমাণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এজন্য তাদের প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার। আর এটাই নতুন ভারতের ভিত্তি।

প্রযুক্তি-আমাদের জাতীয় নীতির ভিত্তি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন একজন চিন্তাধারার মানুষ, যিনি যথাযথ সমাধান সূত্রের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে পথ খোঁজেন।

প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই সুপ্রশাসন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। নোটবন্দির সঙ্গে সঙ্গে দেশে ডিজিটাল লেনদেনে অগ্রগতি হয়েছে।

ভারত স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি দেশের অন্যতম যেখানে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে প্রযুক্তি নির্ভর নীতি প্রনয়ণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তারমধ্যে কৃষি ক্ষেত্রও রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষক সমাজের জীবন-যাপনের মানোন্নয়ন এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করছেন, যাতে কর্মপ্রার্থীর পরিবর্তে তারা কর্মদাতা হয়ে উঠতে পারেন। এই প্রেক্ষিতে জিএসটি

করোনা মহামারী যখন দেশে আঘাত হেনেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী ও সাংসদদের বেতন কমিয়ে এক সুস্পষ্ট ও দৃষ্টান্তমূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এক আমূল পরিবর্তনকারী ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। ফ্রিল্যান্সার এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্যই হল অটল উদ্ভাবন মিশন এবং অটল টিঙ্কারিং ল্যাবগুলির মাধ্যমে দেশে ১০ লক্ষ বিদ্যালয় পড়ুয়াকে নিওটেরিক বা তৃণমূল স্তরে উদ্ভাবক হিসেবে গড়ে তোলা। এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বেতন সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে এবং নগদের পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাশুল মেটানো যাচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে নিয়োগকর্তারাও কাজের ক্ষেত্রে শর্তাবলি নতুন ভাবে প্রনয়ণ করতে পারছেন। শ্রম ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দেশ্য হল দেশকে দ্রুত অগ্রগতির পথে চালিত করা।

বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালনের উপযুক্ত সময়

দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসারে ভারত এধরণের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এক অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য স্থির করেছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বাস্তবায়নে ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে ভারত আন্তর্জাতিক সৌরজোটের সূচনা করেছে। ভারত অল্প সংখ্যক দেশের মধ্যে একটি, যেখানে উদ্ভাবন সূচকের নিরিখে ক্রমাগত অগ্রগতি হচ্ছে। বিশ্ব উদ্ভাবন সূচকে ভারত ৪৮ তম স্থানে পৌঁছেছে। এমনকি, গত কয়েক বছরে বার্ষিক মাথাপিছু উপার্জনের পরিমাণ বেড়ে ৭৮,০০০ টাকা থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার পরিবর্তে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। করদাতাদের সংখ্যাও গত কয়েক বছরে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের কাজে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। এখন দৈনিক ভিত্তিতে ১২ থেকে ৩৭ কিলোমিটার পর্যন্ত মহাসড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। একই ভাবে, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজেও অগ্রগতি হয়েছে। দৈনিক এধরণের সড়ক নির্মাণের গতি বেড়ে ৭০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার হয়েছে।

রেললাইনগুলির বৈদ্যুতিকরণের কাজ ৩ হাজার কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১৩ হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে, অপটিক্যাল ফাইবারের এক সুবিন্যস্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের আরও প্রসারের ফলে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ভারত গঠনের রূপরেখা প্রনয়ণ শুরু হয়েছিল। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগকে যুক্ত করা হয়। এখন এই অভিযান আত্মনির্ভর ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এবং ভোকাল ফর লোকালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে...

অগ্রগতির সূচকে ভারতের অবস্থানেও উন্নতি ঘটেছে। সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচকে ভারত ২০১৪-তে ১৪২ তম স্থান থেকে বর্তমানে ৬৩ তম স্থানে পৌঁছেছে। বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের ক্রমতালিকায় ভারত ২০১৪-তে ৯৯ তম স্থান থেকে ২০১৮-তে ক্রমতালিকায় ২৬তম স্থানে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সূচকে ভারতের স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই ৭১ থেকে ৫৮তে পৌঁছেছে। একই ভাবে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ভ্রমণ ও পর্যটন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক সূচকে ভারত ক্রমতালিকায় ৬৫ থেকে ৩৪ তম স্থানে উঠে এসেছে। এক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নেতৃত্বের ফলে সময় মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রগতির হার দ্রুত হয়েছে। করোনা মহামারীর প্রতিকূল সময়ে সরকার সঙ্কট মোকাবিলায় সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ভারতের সহনশীলতার পরীক্ষাও বটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত যখন আন্তরিকতার সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছতে কোন দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, তখন প্রতিটি উদ্দেশ্য পূরণই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। আর এটাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সে সময় দেশে অন্যতম এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যিক সোহন লাল দ্বিবেদী তাঁর একটি কবিতা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই কবিতার মূল ভাবনা ছিল জাতীয় চরিত্রে একতাই মূল শক্তি। ■

নতুন ভারত গঠনের ৭ বছর

প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর

ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে বিস্ময়কর দক্ষতা

প্রত্যেক ভারতীয়ই অগ্রগতির ব্যাপারে আগ্রহী। বর্তমান সরকার নতুন ভারত এবং যুব সমাজের মানসিকতা তথা ১৩৭ কোটির বেশি মানুষের আশা-আকাঙ্খার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। এই ১৩৭ কোটি ভারতীয় দেশকে দ্রুত এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রাণিত করে। এরকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আসার প্রথম ৫ বছরে মোদী সরকার এমন অনেক প্রকল্পের শিলান্যাস করে, যেগুলি বহু দশক ধরে বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন উন্নয়নের অপেক্ষায় ছিলেন। এরপর মোদী সরকার ২ বছরে এক নতুন রেকর্ড তৈরি করে, যাতে প্রকল্পগুলির কাজকর্ম বন্ধ না হয় এবং দেশকে পিছনে ফিরে তাকাতে না হয় ....

"যখন এই রাস্তা তৈরি হয়নি, তখন একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হতাম যে, কিভাবে দিদিমার বাড়িতে পৌঁছবো।" কাশ্মীর উপত্যকায় রিয়াসি শহরের বাসিন্দা ছোট্ট তানভির মুখে গালভরা হাসি ফুটে উঠলো। দোধাম্ব-এর কাছাকাছি বসবাসকারী এক স্থানীয় ব্যক্তি আব্দুল করিম লোহার জানালেন, 'আমরা রেলের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তাদের জন্য এখানে আমাদের কুম্ভকারদের নিয়ে এক পৃথক বাজার গড়ে উঠেছে। এই বাজার গড়ে ওঠার ফলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কাজ পেয়েছে।' রামবান জেলার খৈয়াজ আহমেদ খতমত মনে করেন, উধমপুর-বারামুলা রেল যোগাযোগ প্রকল্প তার কাছে আশীবার্দের মত, কারণ এই রেল ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে তাকে আর এখন দীর্ঘপথ হাঁটতে হয় না। এমনকি, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে তার এলাকায় দোকান ও হোটেল গড়ে উঠেছে। লরি চালক কুলদীপ জানালেন, রেলপরিষেবা যদি এখানে চালু না হত, তাহলে সড়ক পরিষেবা চালু হতে আরও ২০ বছর লেগে যেত। এখন যাত্রীরা প্রতি ঘন্টায় ট্রেন পরিষেবা পাচ্ছেন। কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের কাছে এই রেল পরিষেবা আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কেবল দরিদ্র মানুষেরা লাভবান হচ্ছেন না, সেই সঙ্গে বিদ্যালয় পড়ুয়া এবং নিত্যযাত্রীদের কাছে এই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় যুবক-যুবতিরা এই রেল পরিষেবার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উধমপুর-

যাত্রার সময় সাশ্রয়

সেতুর দৈর্ঘ্য :
১,৩১৫ মিটার

প্রকল্প খাতে খরচ
২৭,৯৪৯ কোটি টাকা

৩৫৯ মিটার উচ্চতা

চন্দ্রভাগা নদীর ওপর ধনুকাকৃতি এই সেতু উচ্চতার দিক থেকে বিশ্বে সর্বাধিক। এই সেতু প্যারিসে অনুপম আইফেল টাওয়ারের তুলনায় ৩৫ মিটার বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট

২৮,৬৬০ মেট্রিক টন ইস্পাত ব্যবহৃত

সেতুর দৈর্ঘ্য ১,৩১৫ মিটার এবং সেতুটির মেয়াদ কাল ১২০ বছর। ডিআরডিও-র সঙ্গে সহযোগিতায় প্রচন্ড বিস্ফোরণের তীব্রতারোধী এধরণের সেতু দেশে এই প্রথম

বারামুলা রেল যোগযোগ প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চন্দ্রভাগা নদীর ওপর ধনুকাকৃতি সেতু নির্মাণের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। ইতিমধ্যেই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই সেতু দেশের বাকি অংশের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকাকে যুক্ত করছে। আগামী ২০২২-এর অগাস্ট মাস নাগাদ এই সেতু দিয়ে ঘন্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেন ছুটবে। সমগ্র প্রকল্পের কাজ শেষ হলে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এই প্রকল্প খাতে খরচ হচ্ছে ২৭,৯৪৯ কোটি টাকা। হিমালয় সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকা এবং দুরুহ উপত্যকার মধ্য দিয়ে ২৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল যোগাযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কাজও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। সুদীর্ঘ ২৭২ কিলোমিটার এই রেলপথে ৯২৭টি সেতু, ৩৮টি সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলছে। পাশাপাশি এই রেল প্রকল্পের সঙ্গে ২০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই সড়ক নির্মাণের ফলে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারবেন। 'ভারতীয় রেল আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার কাজ করছে, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মানোন্নয়ন ঘটানো যায়। চন্দ্রভাগা নদীতে ধনুকাকৃতি সেতু নির্মাণের পাশাপাশি কাশ্মীর উপত্যকায় সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে এখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এসেছে। ধনুকাকৃতি এই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে বলে' জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

ধনুকাকৃতি এই সেতু আইফেল টাওয়ারের থেকে বেশি উঁচু

নির্মাণ ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাটরা-বানিহাল শাখায় নির্মিত ১.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটির ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৩৫৯ মিটার, যা ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের উচ্চতার তুলনায় বেশি। বিশ্বের উচ্চতম চন্দ্রভাগা রেল সেতু নির্মাণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ১.৩১৫ কিলোমিটার এবং এতে ১৭টি স্তম্ভ রয়েছে। ধনুকাকৃতি মূল স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য ৪৬৭ মিটার এবং এর ওজন ১০,৬১৯ মেট্রিক টন। সেতুটির নকশা এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেটি ঘন্টায় ২৬৬ কিলোমিটার গতিবেগে বয়ে যাওয়া ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারে। রিয়াসির যে এলাকায় সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেটি ৪ নম্বর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়ে। কিন্তু সেতুটিকে ভূমিকম্পপ্রবণ ৫ নম্বর এলাকার সর্বাধিক কম্পন প্রতিরোধী হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু নির্মাণে ২৮,৬৬০ মেট্রিক টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। ১,৩১৫ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটির জীবৎকাল ১২০ বছর। সেতুটির নকশা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেটি সর্বাধিক ভূকম্পনের প্রভাব প্রতিহত করতে পারে। ওয়েল্ডিং বা ধাতুর সঙ্গে ধাতুর জোড়ালাগানোর কাজে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে। এই সেতুর সর্বাধিক বৃহৎ ভিত্তিটির আকার একটি ফুটবল মাঠের এক তৃতীয়াংশের সমান। সেতু নির্মাণের সময় চন্দ্রভাগা নদীর ওপর ৯১৫ মিটার দীর্ঘ কেবল ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছিল, যা বিশ্বের সুউচ্চ কেবল ক্রেন। এমন কি সেতু নির্মাণের কাজে ১০ লক্ষ কিউবিক মিটার মাটি খোঁড়া হয়েছে এবং ৬৬ হাজার কিউবিক মিটার কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে। প্রধনমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'যোগাযোগ স্থাপনের প্রকল্পগুলি এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ছবি ও নিয়তি দুটোই পাল্টে দিতে চলেছে। আমি চন্দ্রভাগা রেলসেতুর কিছু অসাধারণ ছবি দেখেছি। এই ছবিগুলি দেখে যে কোন ব্যক্তির গর্ববোধ করাই উচিত। রেল আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে উপত্যকার সঙ্গে রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে'।

এই রেল যোগাযোগ প্রকল্প এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চলেছে। চন্দ্রভাগা নদীর ওপর ধনুকাকৃতি এই অসাধারণ সেতুটি সেনাবাহিনীর কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। দুদিকেই আন্তর্জাতিক সীমানা থাকার দরুন সমগ্র এই এলাকার কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। উপত্যকার এই রেললাইন সব মরশুমে পরিবহণের উপযোগী হয়ে উঠবে। এমনকি, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময় সাশ্রয় করবে। এছাড়াও এই রেল প্রকল্প পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাবে এবং এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ■

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর

লাদাখে স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ ডিগ্রি কম তাপমাত্র সত্ত্বেও পাইপ বাহিত

এক বিরল প্রযুক্তিগত সাফল্য

প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি এবং হাড় কাঁপানো শীতল পরিবেশকে উপেক্ষা করে লাদাখে জল জীবন মিশন পানীয় জলের সংস্থান সুনিশ্চিত করেছে

পানীয় জলের সুবিধা

বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশের কাছেও স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০-৪০ ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় পাইপ বাহিত জল পৌঁছে দেওয়া নিঃসন্দেহে জটিল কাজ। এরকম কম তাপমাত্রায় পাইপের জল নিমেষেই বরফে পরিণত হয়। যার দরুণ সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। রাশিয়ার সাইবেরিয়া সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও শিকাগোতে প্রবল শীতের সময় পাইপে জল সরবরাহের কাজে সমস্যা হয়। কিন্তু চরম প্রতিকূল পরিবেশ এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতের লাদাখ অঞ্চল, বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত কৌশল রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এখানে স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ ডিগ্রি কম তাপমাত্রাতেও পাইপ বাহিত জল সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে। ভারত সরকারের উচ্চাকাঙ্খী জল জীবন মিশনের মাধ্যমে এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯-এর ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশে প্রতিটি পরিবারে পাইপ বাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জোরালো সওয়াল করেছিলেন।

- প্রবল শীতের সময় হ্রদ ও জলাধারগুলির উপরের জল বরফে পরিণত হয়। কিন্তু বরফের নীচে জল তরলী থাকে। ইনফিলট্রেশন প্রযুক্তির সাহায্যে জলাধারগুলির বরফের নীচের থাকা জল, বাড়িগুলিতে সরবরাহ করা হয়।
- নদীর জল পরিশোধন করে পানযোগ্য করার পর সেই জল ওভারহেড ট্যাঙ্কে মজুত করে রাখা হয়। এরপর, এই জল সুবিস্তৃত পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। জল গরম রাখার জন্য সৌরশক্তি কাজে লাগানো হয়।
- পানীয় জল নির্দিষ্ট সময়ে আবাসিক এলাকায় সরবরাহ করা হয়। লাদাখের স্টোক, নাং এবং ফাইয়াং গ্রামগুলিতে এই পদ্ধতিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

- শীতের মরশুমে জল বরফ হয়ে যাওয়া অথবা পাইপ লাইনগুলি ফেটে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে ভূপৃষ্ঠের ৩ থেকে ৪ ফুট নীচে পাইপগুলি বসানো হয়। এজন্য, ইনসুলেটেট পাইপ ব্যবহৃত হয়, যার ফলে পাইপের জল বরফে পরিণত হতে পারে না।

জল জীবন মিশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট

এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২৪-এর মধ্যে ১৯.২০ কোটি পরিবারে পাইপ বাহিত জল সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে

স্বাধীনতার সময় থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কেবল ৩.২৩ কোটি পরিবারে পাইপ বাহিত জল সরবরাহ করা হয়েছে

জল জীবন মিশনের আওতায় ৪ কোটির বেশি পরিবার পাইপ বাহিত জল সংযোগ পেয়েছে রয়েছে

সমস্ত পরিবারে পাইপবাহিত জল সরবরাহ করে গোয়া দেশের প্রথম রাজ্য এবং তেলেঙ্গানা দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গাছ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মহাসড়কের কাজে গতি

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কারণে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের গতি প্রায়শই মন্থর হয়। এর ফলে, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, গ্রীণ এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ অনেকটাই বিলম্বিত হয়েছে। এধরণের প্রকল্প নির্মাণের কাজে অনুমতি দেওয়া হলেও, এই শর্ত মেনে চলতে হত, যে, যতটা পরিমাণ গাছ কাটা হবে তার সমপরিমাণ চারাগাছ রোপন করতে হবে। কিন্তু, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনার ফলে সমগ্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে। এখন মহাসড়ক নির্মাণ থেকে গ্রীণ এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলার মত প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে গাছ প্রতিস্থাপন এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রথম গ্রেড পৃথকীকরণ আর্বান এক্সপ্রেসওয়ে, যা দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে নামে পরিচিত, সেটি নির্মাণের সময় ১২ হাজার গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়। ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে গাছ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এধরণের প্রচেষ্টা প্রথম ...

- ভারতমালা কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-এর মধ্যে ২২টি গ্রীণফিল্ড করিডর গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্প খাতে খরচ ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। এই ২২টি গ্রীণফিল্ড করিডরের মধ্যে দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে। এর কাজ শেষ হলে এই দুই মহানগরের মধ্যে ১,৩২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাপথে সফরের সময় ২৪ ঘন্টা থেকে কমে ১৩ ঘন্টায় দাঁড়াবে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই গাছ প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে
- গাছ প্রতিস্থাপনের এই প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে উন্নয়নের কাজে গতি আসবে এবং পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা অটুট থাকবে। গাছ কাটা যদি রদ যায়, তাহলে পরিবেশের সুরক্ষায় সেটাই হবে মানব জাতির বড় অবদান। এরফলে, দেশও উন্নয়নে পথে এগিয়ে যাবে
- একটি গাছ প্রতিস্থাপনের খরচ ২৫ হাজার টাকা। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়েতে ১২,০০০ গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিস্থাপনের পর সাফল্যের হার ৮৪ শতাংশ
- প্রথমে গাছের ওপর কীটনাশক ছড়ানো হয়, তারপর সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের শেকড় যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই অনুযায়ী বড় অংশ জুড়ে মাটি খোঁড়া হয়
- গাছটি খোঁড়ার পর তার শেকড়ে সার লাগানো হয় এবং কাদামাটি দিয়ে সমস্ত শেকড় ঘিরে ফেলা হয়। এরপর, ২০-২৫ দিন গাছটিকে ওই অবস্থায় রাখা হয়। একবার কাদামাটি শেকড়ের সঙ্গে শুকিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট গাছের সমস্ত শেকড় মুড়ে ফেলা হয়
- এই অবস্থায় গাছটিকে ১৫ দিন রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, যাতে সেটি নিজে থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এরপর, যন্ত্রের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট গাছটিকে অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা হয়
- হরিত পথ অ্যাপ-এর মাধ্যমে জিওট্যাগিং, ওয়েব ভিত্তিক জিআইএস উপযোগী নজরদারি ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট স্থান, গাছটির প্রজাতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ে নজরদারি করা হয় ■

এখন দৈনিক **৩৭** কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক নির্মিত হচ্ছে। ২০১৪-তে দৈনিক ১২ কিলোমিটার করে নির্মাণ হত

৭ বছরে মহাসড়কের দৈর্ঘ্য **১,৩৭,৬২৫** কিলোমিটার বেড়েছে। আগে ছিল ৯১,২৮৭ কিলোমিটার

ফাস্ট ট্যাগ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মহাসড়কে টোলপ্লাজাগুলিতে গাড়ির লম্বা লাইন থেকে মুক্তি

নতুন মোটর গাড়ি আইন বাস্তবায়ণের মাধ্যমে ২০৩০-এর মধ্যে ভারতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর

৫ দশক অপেক্ষার পর কেরালার

কোল্লাম বাইপাস

অবশেষে বাস্তবায়িত

"আমরা যখন উড়ালপুল ও সড়ক নির্মাণ করি তখন আমরা শুধু গ্রামগুলির সঙ্গে শহরের যোগাযোগ স্থাপনের কথাই ভাবি না, সেই সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে ইচ্ছা, সুযোগের সঙ্গে প্রত্যাশা এবং আনন্দের সঙ্গে আকাঙ্খা পূরণের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করি।"

যে সমস্ত প্রকল্প দীর্ঘ দিন পড়েছিল, সেগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে

এরকম অনেক প্রকল্প রয়েছে যেগুলি দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর গত কয়েক বছরে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বাড়মেরের শোধনাগার, ৫ দশকেরও বেশি সময় ধরে পড়ে থাকা সর্দার প্যাটেল সরোবর বাঁধ বা ৬৫ বছর ধরে বিলম্বিত হওয়া বানসাগর প্রকল্প। এছাড়াও, ১৬ বছর বিলম্বিত হওয়া পর আসামে বোগিবিল সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, বাধা-বিপত্তি, বিলম্ব ও উপেক্ষার দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতির অবশেষে পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯-এর ১৫ই জানুয়ারি কেরালায় কোল্লাম বাইপাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে কথা বলেছিলেন তা দেশে সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় সংকল্প ও আন্তরিক প্রয়াসকেই প্রতিফলিত করে। কোল্লাম বাইপাস এরকম একাধিক বিলম্বিত প্রকল্পের একটি, যা বহু দশক ধরে বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় পড়ে ছিল। বিগত সরকারগুলির উদাসীনতার দরুণ এই কাজ শেষ হয়নি। ১৩ কিলোমিটারের কিছু বেশি দীর্ঘ এই বাইপাস চালু হওয়ার ফলে আলাপ্পুঝা এবং তিরুবনন্তপুরমের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে। ২০১৯-এ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

হলদিয়া-বারাণসী জলপথ

পূর্ব ভারতে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো

অতীতে ভারতের নদ-নদীগুলিতে সহজেই বড় বড় জাহাজ চলাচল করতে পারতো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জলপথ পরিকাঠামোর উন্নয়নে উদাসীনতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখন বর্তমান সরকারের একগুচ্ছ প্রয়াসের ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাচ্ছে।

পণ্য পরিবহণে মাশুল হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যসামগ্রীর দাম কমছে

অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ পরিকাঠামোর সংস্কারের ফলে হলদিয়া-বারাণসী জলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই জলপথের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে পূর্ব ভারতের অধিকাংশ এলাকাই উপকৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন ঘটছে।

বারাণসী থেকে হলদিয়া পর্যন্ত জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে পরিবহণ খাতে খরচ লক্ষণীয় হারে কমেছে। হলদিয়াকে মাল্টি-মোডাল টার্মিনাল হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এমনকি, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

হলদিয়া - বারাণসী জলপথ

দৈর্ঘ্য :	খরচ :	
১৩৯০ কিলোমিটার	৪২০০ কোটি টাকা	পরীক্ষামূলক ভাবে জলপথে পরিবহণের অঙ্গ হিসেবে ২০১৬-র অগাস্টে বারাণসী থেকে হলদিয়া পর্যন্ত মারুতি গাড়ি পরিবহণ করা হয়।

এখন দেশে ১১১টি জলপথ পরিবহণ রুট রয়েছে। ২০১৪-তে ছিল কেবল পাঁচটি। এই ১১১টি জলপথ ২৪টি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ২০,২৭৫ কিলোমিটার। ■

অটল সুড়ঙ্গ :

সামরিক – অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক

রোহ্তাং-এ মানালি-লেহ্ মহাসড়কে একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের স্বপ্ন ২৬ বছর ধরে লালিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মেয়াদ কালের ৬ বছরের মধ্যেই এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ এবং আন্তরিক ইচ্ছার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের দৃঢ় সংকল্পের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিমধ্যেই এশিয়ার দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ-সড়ক জোজিলা সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে, স্থানীয় মানুষের যাতায়াতে সুবিধার পাশাপাশি প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকাগুলিতে সেনাবাহিনীর পৌঁছোনো আরও সহজ হবে।

- শীতের মরশুমে ব্যাপক তুষারপাতের দরুণ রোহ্তাং গিরিপথের কাছে মনালি-লেহ্ মহাসড়ক বছরের ৫ থেকে ৬ মাস বন্ধ হয়ে যেত। এরফলে, সমগ্র এলাকা দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এখন নতুন এই মহাসড়কটি সারাবছরই যাতায়াতের উপযোগী
- কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ফলে এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর তেসরা অক্টোবর এই সুড়ঙ্গ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন
- প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০২-এর ২৬শে মে এই সুড়ঙ্গের শিলান্যাস করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে অগ্রাধিকার দেয়নি। এরপর ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে গতি আসে

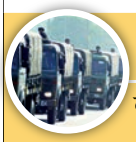

লাদাখে মোতায়েন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে অটল সুড়ঙ্গ সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে। এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের ফলে এখন শীতের মরশুমে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজে লাদাখে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে

অটল সুড়ঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,১৭১ ফুট উচ্চতায় অটল সুড়ঙ্গ নির্মিত। এই সুড়ঙ্গ বিশ্বে দীর্ঘতম ও উচ্চতম সড়ক-সুড়ঙ্গ
- সুড়ঙ্গের ভিতরে সিঙ্গল টিউব এবং ডবল লেন টানেলে ওভারহেড উচ্চতা ৫.৫২৫ মিটার
- এই সুড়ঙ্গে অত্যাধুনিক সেমি-ট্রান্সভার্স সিস্টেম, ফায়ারফাইটিং সিস্টেম, লাইটিং, মনিটরিং সিস্টেম এবং সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রো-মেকানিকাল সিস্টেম কাজে লাগানো হয়েছে

জোজিলা: এশিয়ার দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ সড়ক

- পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রচলিত রীতি মেনে গত বছর এশিয়ার দীর্ঘতম জোজিলা সুড়ঙ্গ-সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের পর দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সব মরশুমে শ্রীনগর, দ্রাস, কার্গিল ও লেহ্-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকবে
- জোজিলা গিরিপথের নীচে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ মিটার উচ্চতায় এই সুড়ঙ্গ-সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের ফলে শ্রীনগর, কার্গিল ও লেহ্-র সঙ্গে যোগাযোগের সময় ৩ ঘন্টা থেকে কমে ১৫ মিনিট দাঁড়াবে। ৭,০০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি প্রতিরক্ষার রণকৌশল ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে ■

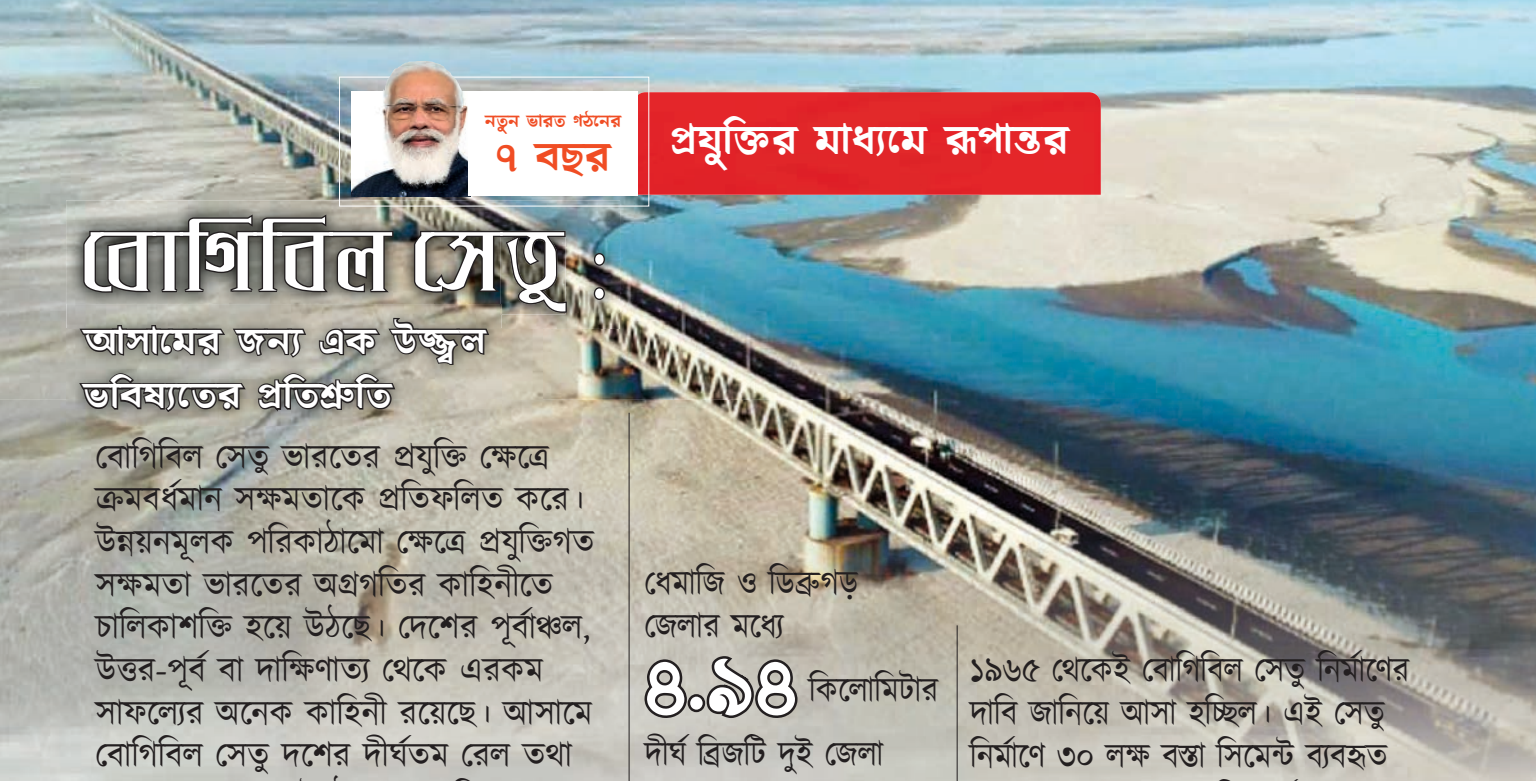

বোগিবিল সেতু :

আসামের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

বোগিবিল সেতু ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ভারতের অগ্রগতির কাহিনীতে চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। দেশের পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পূর্ব বা দাক্ষিণাত্য থেকে এরকম সাফল্যের অনেক কাহিনী রয়েছে। আসামে বোগিবিল সেতু দশের দীর্ঘতম রেল তথা সড়ক সেতু হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে রামেশ্বরম থেকে মন্দপম পর্যন্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে পামবান সমুদ্রসেতু প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারতের প্রাধান্য ও অভিজ্ঞতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধেমাজি ও ডিব্রুগড় জেলার মধ্যে **৪.৯৪** কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রিজটি দুই জেলা শহরের মধ্যে দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ১০০ কিলোমিটার করেছে। আগে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগত ২৪ ঘন্টা।

১৯৬৫ থেকেই বোগিবিল সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছিল। এই সেতু নির্মাণে ৩০ লক্ষ বস্তা সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও, ৩৯টি গার্ডার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এধরণের প্রতিটি স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ১২৫ মিটার। ভারতীয় রেলের নির্মিত এই সেতুটি সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

বোগিবিল রেল তথা সড়ক সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে **৫,৯০০** কোটি টাকা। সেতুর মধ্যে দুটি ডেক নির্মাণ করা হয়েছে। নিচের ডেকে ডাবল রেললাইন এবং উপরের ডেকে তিন লেন বিশিষ্ট সড়ক রয়েছে। এই সড়ক দিয়ে সহজেই সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক যাতায়াত করতে পারবে।

পামবান সমুদ্র সেতু :

তামিলনাড়ুর উন্নয়নে আরও গতি সঞ্চার

তামিলনাড়ুতে নির্মিয়মান পামবান সমুদ্র সেতুটি ১০৫ বছরের পুরানো সেতুর পরিবর্তে নির্মাণ করা হচ্ছে। এবছরের ডিসেম্বর নাগাদ নির্মিয়মান এই সেতুর কাজ শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এটি দেশের প্রথম ভার্টিকাল লিফট রেলওয়ে সমুদ্র সেতু, যেটি নির্মাণে স্প্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে...

এই সমুদ্র সেতু দিয়ে দ্রুত গতিতে ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে পণ্য পরিবহণ সম্ভব হবে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক রামেশ্বরম এবং ধনুষকোডিতে যান। এই সেতু নির্মাণের ফলে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ■

সাধারণ মানুষের কাছেও বিমান সফরের সুযোগ এসেছে

"'হাওয়াই চপ্পল' পরা মানুষকে 'হাওয়াই জাহাজ' বা বিমানে সফরের সুযোগ করে দেওয়াই আমার লক্ষ্য"

- বিমান ভাড়া কমিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে বিমানে সফরের সুযোগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতাই প্রকাশ পায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পায়, যখন সাধারণ মানুষ সর্বনিম্ন ২৫০০ টাকার বিনিময়ে বিমানে চড়ার সুযোগ পেয়ে যান
- প্রত্যেককে সুলভে বিমানে চড়ার সুযোগ করে দিতে উড়ান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। উচ্চাকাঙ্খী এই কর্মসূচির আওতায় বিমানে সফরের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া কমে হয়েছে ৫ টাকা, যা ট্যাক্সিতে প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া ১০ টাকার তুলনায় কম
- নির্দিষ্ট বিমানে ঘন্টায় ৫০০ কিলোমিটার সফরের ক্ষেত্রে অথবা হেলিকপ্টারে আধঘন্টা যাত্রার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাড়া ধার্য্য হয়েছে কেবল ২৫০০ টাকা
- এই কর্মসূচির আওতায় এখনও পর্যন্ত ২৫০০ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ বিমানে সফর করেছেন
- এখন দেশে ১০০০টির বেশি রুটে বিমান চলাচল করছে, যার ফলে এক কোটি মানুষ বিমান পরিষেবার সুযোগ নিতে পারছেন
- বর্তমানে ৫টি হেলিপোর্ট, ৫৩টি বিমানবন্দর এবং দুটি ওয়াটার অ্যারোড্রোম ৩০৩টির বেশি রুটে পরিষেবা দিচ্ছে
- হেলিকপ্টার এবং সিপ্লেন পরিষেবাকেও উড়ান কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১১টি সংস্থা স্বল্প ভাড়ায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে যাত্রীদের বিমান পরিষেবা দিচ্ছে
- কর্মসূচির আওতায় ১০০০টি নতুন বিমান রুট এবং ১০০টি বিমানবন্দর চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে
- ৩০টি নতুন হেলিপোর্ট এবং সিপ্লেন পরিষেবার জন্য ১০টি ওয়াটার অ্যারোড্রোম চালু করে বিমান পরিবহণ পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনার কাজ চলছে
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর গুজরাটে আমেদাবাদ এবং কেভাডিয়ার মধ্যে দেশের প্রথম সিপ্লেন পরিষেবার সূচনা করেন ■

আত্মনির্ভর ভারতের দর্পণ

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। আর সংসদ ভবন এই গণতন্ত্রের মন্দির। এই মন্দিরে দেশের ভবিষ্যৎ স্থির হয়। বর্তমান সংসদ ভবনটি শতবর্ষ আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ১০০ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিকবার সংসদ ভবনের মেরামত ও সংস্কারের কাজ হয়েছে। এখন সাংসদদের বসার জন্য পুরানো এই কাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এমনকি প্রযুক্তির মাধ্যমেও সংসদ ভবনের কাঠামোয় পরিবর্তন আনা সমীচীন নয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কাজকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে একবিংশ শতাব্দীর নতুন ভারতের জন্য এক নতুন সংসদ ভবন এবং সেন্ট্রাল ভিস্তা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে....

- নতুন সংসদ ভবনটি ৬৪,৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠবে, যা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের মূল মন্ত্রকে প্রতিফলিত করে। চারতল বিশিষ্ট এই প্রাসাদোপম ভবন নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে ৯৭১ কোটি টাকা। ২১ মাসের মধ্যে এবং ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির আগেই এই ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে
- আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ত্রিভূজাকৃতি ওই ভবনটির নকশা প্রনয়ণ করা হয়েছে। ত্রিভূজাকৃতি নতুন এই ভবনটির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় থাকছে আঞ্চলিক শিল্পকলা, চারুকলা ও স্থাপত্যের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ। এর ফলে, অনুপম এই ভবনটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঝলক প্রতিফলিত হবে। নিরাপত্তার দিক থেকে এই ভবনটি হয়ে উঠবে দুর্ভেদ্য। এমনকি, ভবনটি নির্মাণে ভূকম্পন প্রতিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে
- নতুন এই ভবনে সমস্ত সাংসদের জন্য পৃথক কার্যালয় থাকবে, যেগুলি শ্রমশক্তি ভবনের কাছেই গড়ে তোলা হবে। সাংসদদের কার্যালয়গুলি ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সুসজ্জিত হবে। নতুন এই সংসদ ভবনে সংবিধান কক্ষ, গ্রন্থাগার, কমিটি রুম এবং ডাইনিং এরিয়া থাকবে, যেখানে ভারতের মহান পরম্পরার প্রতিফলন ঘটবে

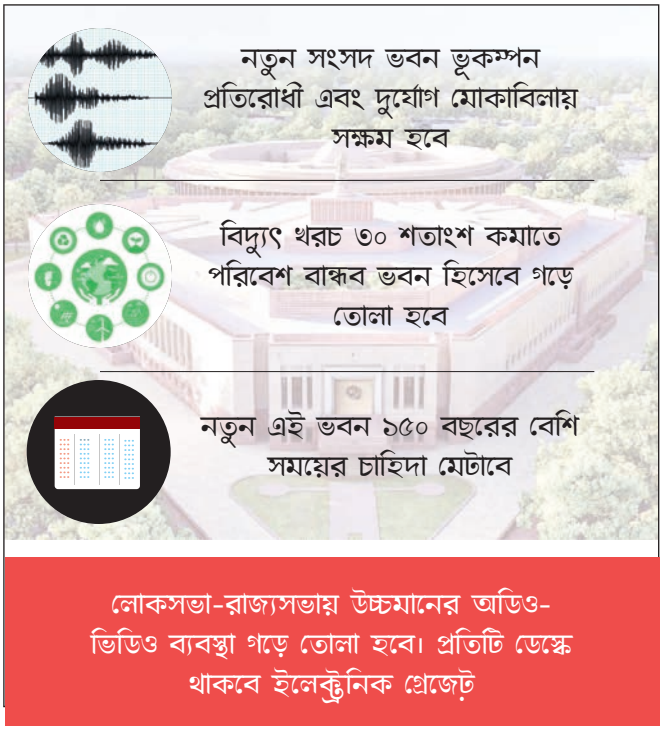

- নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের পরেও পুরানো ভবনটির ব্যবহার চালু থাকবে। দুটি ভবনই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ কাজের সময় বর্তমান সংসদ ভবনটির ঐতিহাসিক সংরক্ষণের বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখা হবে
- ঔপনিবেশিক শাসনের সময় গড়ে তোলা পুরানো শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের সামনে ঠিক যে ভাবে আমরা জাতীয় যুদ্ধ স্মারক গড়ে তুলেছি, সেভাবেই আমরা পুরানো সংসদ ভবনের সামনে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য এক নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ করছি
- রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাজপথ পর্যন্ত উভয় দিকে প্রায় ৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের কাজ চলছে। এখানে যেসমস্ত ভবন রয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই ১৯৩১-এর আগে তৈরি
- একটি প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাজকর্মকে আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তুলতে কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কাঠামোর মধ্যে এটা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি, পুরানো এই কাঠামো একবিংশ শতাব্দীর কাজকর্মের নিরিখে পর্যাপ্ত নয়। তাই সেন্ট্রাল ভিস্তা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়
- চারটি প্লটের উভয় দিকে ১০টি কার্যালয় থাকবে। তারপর এক জায়গাতেই সমস্ত মন্ত্রক এবং ভারত সরকারের কার্যালয়গুলি গড়ে তোলা হবে। এমনকি, এই ভবনগুলিতে প্রবেশের জন্য নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন থেকে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হবে
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অঙ্গ। উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও বাসভবনকেও এই প্রকল্পে সামিল করা হয়েছে ■

স্বল্প খরচে মঙ্গল গ্রহে অভিযানের

মধ্যদিয়ে দেশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার বহিপ্রকাশ

“তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে যুবসম্প্রদায়ের বিশেষ অবদান ছাড়া ভারত কখনই মহাকাশ ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করতে পারতো না। আমাদের পূর্বসূরীরা সাপের সঙ্গে খেলেছেন কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এখন ইঁদুরের সঙ্গে খেলছে।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিসন স্কোয়ারে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উত্থান প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সাঁপুড়েদের দেশ হিসেবে ভারতের যে পরিচিতি ছিল, তা এখন পাল্টে গেছে।

- স্বল্প খরচে মঙ্গল গ্রহে ভারতের অবিশ্বাস্য অভিযানের বর্ণনা দিতে গেলে উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয়, সৌরমণ্ডলের এই লাল গ্রহে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে খরচ পড়েছে অটোভাড়ার চেয়েও কম। এই সাফল্য ভারতের কাছে রূপকথার মতো। সৌরমণ্ডলের এই লাল গ্রহটিতে ভারতের অভিযান সফল হয়েছে সরকারের প্রযুক্তি-বান্ধব নীতির প্রয়োগের ফলে। সরকারের এরকম নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল ভারতকে মহাকাশ অভিযানে অগ্রণী দেশে পরিণত করা
- ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ, যাদের কাছে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংস করার প্রযুক্তি রয়েছে। মহাকাশে অকেজ উপগ্রহগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেশীয় এই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯-এর মার্চে
- দ্বিতীয় চন্দ্রযান অভিযানের আংশিক সাফল্যের পর তৃতীয় চন্দ্রযান অভিযানে অনুমতি দেওয়া হয়েছে
- গগণযান অভিযানের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল দেশের প্রথম মনুষ্যবাহিত মহাকাশযান প্রেরণ। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই অভিযানে চালানোর সময় স্থির হয়েছে।

ভারত ৩৪টি দেশের ৩৫৭টি উপগ্রহ মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করেছে।

- উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ও অন্যান্য মহাকাশ ভিত্তিক পরিষেবায় বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- ২০২০-তে ভারতীয় জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে আরও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন।
- ৬টি উৎক্ষেপণ যান এবং ৭টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ অভিযান সহ ২০১৯-এ ১৩টি মহাকাশ অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
- বিএসএনএল গতবছর উপগ্রহ ভিত্তিক ইন্টারনেট অফ থিংস ডিভাইস পরিষেবা শুরু করেছে, যার ফলে দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে কোন জায়গা থেকে মাঝসমুদ্রে ফোন মারফৎ যোগাযোগ সম্ভব হবে। ■

২০২০-তে ভারত পিএসএলভি-সি৫০ উৎক্ষেপণ যানের সাহায্যে সিএমএস-০১ নামে ৪২তম যোগাযোগ উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে।

২০২০-র ২২ জানুয়ারি ইসরো ব্যাঙ্গালুরুতে বায়োমমিত্র নামে প্রথম মহিলা হিম্যানয়েড বা মানুষের মত দেখতে রোবট জনসমক্ষে প্রকাশ করে

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর

ভারত বিশ্বের জ্ঞান-ভিত্তিক মহাশক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়বার দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুমোদন করেন। একই সঙ্গে করোনার সময় সমাজের সব শ্রেণীর পড়ুয়াদের কাছে শিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ভারতে এই প্রথম এনটিএ সম্পূর্ণ কাগজ বিহীন পরীক্ষা গ্রহণ করেছে....

- ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০-র ২৯ জুলাই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করে। নতুন এই শিক্ষানীতির ফলে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে
- কেন্দ্রীয় সরকার ৩৪ বছর পর জাতীয় স্তরে নতুন শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এটিই দেশের প্রথম শিক্ষানীতি। এর আগে ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬তে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করা হয়েছিল। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের জিডিপি-র ৬ শতাংশ বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়
- জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত পর্যায়ে সমান শিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, দক্ষতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে পড়ুয়াদের আরও পারদর্শী করে তোলা, সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান, যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদ্ভাবনের মানসিকতা গড়ে তোলা, যাতে ভাষাগত বাধা-বিপত্তি দূর করে বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো যায়
- কেন্দ্রীয় সরকার সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। এর ফলে, আগে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সীরা সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পেতেন, এখন ৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা এই সুযোগ পাচ্ছেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ২০৩০-এর মধ্যে যুবসম্প্রদায় ও প্রাপ্তবয়স্কদের ১০০ শতাংশ সাক্ষর করে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় ১০+২ শিক্ষণ কাঠামোতে সংস্কার করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখন ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

করোনার সময় ই-শিক্ষার প্রসারে ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

দীক্ষা : প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সিবিএসই, এনসিইআরটি এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ভাষায় ৮০,০০০-এর বেশি ই-পুস্তক রয়েছে। দীক্ষা অ্যাপ ডাউনলোড করে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছেন

ই-পাঠশালা: এনসিইআরটি বিভিন্ন ভাষায় প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৮৮৬ অডিও, ২০০০ ভিডিও, ৬৯৬ ই-পুস্তক এবং ৫০৪ ফ্লিপ পুস্তকের বন্দোবস্ত করেছে।

স্বয়ং প্রভা: ৩২টি ডায়রেক্ট টু হোম টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দিবা-রাত্রি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। এধরনের প্রয়াস গ্রহণের উদ্দেশ্য হল যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা নেই তাদেরকে পঠন-পাঠনে সাহায্য করা এবং দূরশিক্ষায় সুযোগ করে দেওয়া।

ন্যাশনাল রিপোজিটরি অফ ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস (এনআরওইআর): এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় ৪০১টি কালেকশন, ২৭৭৯ ডকুমেন্ট, ১৩৪৫ ইন্টারঅ্যাকটিভ, ১৬৬৪ অডিও, ২৫৮৬ ইমেজ এবং ৬১৫৩ ভিডিও রয়েছে

সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্ষমতায়ণ

করোনা সঙ্কটের সময় সাধারণ মানুষ যে পরিষেবার সর্বাধিক সুবিধা নিয়েছেন তা হল ডিজিটাল প্রযুক্তি। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ থেকেই ডিজিটাল ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল, এমন এক মজবুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যা একটি শক্তিশালী সমাজের জীবনরেখা হয়ে উঠতে পারে। শ্রম ক্ষেত্রে হোক বা মহিলাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন, গ্রাম ও দরিদ্র মানুষ সহ গ্রাহক সুরক্ষায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্ষমতায়ণ নীতি প্রনয়ণ, সুপ্রশাসন ও কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি দেশে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে

শ্রম ক্ষেত্রে সংস্কার : সমস্ত সংস্কারের মেরুদণ্ড

স্বাধীনতার ৭৩ বছর পর ৫০ কোটি শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে দেশে বৃহত্তম সংস্কার সাধিত হয়েছে চারটি শ্রমবিধি প্রনয়ণের মাধ্যমে। এই শ্রমবিধিগুলি শ্রমজীবী মানুষের কাছে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে। আগের শ্রমআইনগুলিতে এমন অনেক ধারা ছিল যা ব্রিটিশ শাসনকালের সময়ের। এই আইনগুলিতে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার পরিবর্তে লাগাতার কাজ করে যাওয়ার আইনি সংস্থান থাকায় তা সমস্যা ও নিদারুণ পরিশ্রমের কারণ হয়ে উঠেছিল। এমনকি, এই আইনগুলিতে শ্রমিকদের একই কাজের ক্ষেত্রে এতবেশি বিধি-নিষেধ ছিল যে প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে চারটি পৃথক ফর্ম পূরণ করতে হত। এছাড়াও নিয়োগকর্তাদের শ্রমদপ্তরের একাধিক কার্যালয়ের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হত। এর কারণ ছিল, প্রায় ৩ ডজন আইনকে ১৪৫৮ টি ধারায় এবং ৯৩৭টি বিষয় ভিত্তিক সংস্থানের প্রেক্ষিতে বিভক্ত করা। কিন্তু নতুন শ্রমবিধিতে এমন আইনি সংস্থান রাখা হয়েছে, যাতে চাহিদা নির্ভর অর্থনীতি এবং অগ্রগতির বিকাশ হার অব্যাহত থাকবে ....

MOST COMPREHENSIVE AND EFFECTIVE REFORM

২৯	কোটি শ্রমিক পরিবার	৫০	কোটি শ্রমিক

পুরানো সমস্ত শ্রম আইনকে নতুন চারটি শ্রম বিধির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এই প্রথমবার সমস্ত শ্রমিক ন্যূনতম মজুরির অধিকার পেয়েছেন। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় প্রত্যেককে নিয়ে এসে তাদের বীমা ও পেনশনের মত সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ইএসআই, পেনশন

এখন অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। একজন ব্যাক্তি যে কোন জায়গা থেকে অনলাইনে এই সুবিধা নিতে পারেন।

পারিবারিক মানসিকতা

সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতার ধারণা গড়ে তুলতে এই প্রথমবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রম সুবিধা পোর্টাল

শ্রম সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে শিল্পসংস্থাগুলির জন্য সহজে রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ন্যূনতম সরকার
সর্বোচ্চ স্তরের শাসন ব্যবস্থা

ডিজিটাল পরিষেবা এমনই এক মন্ত্র, যার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রায় ফর্ম পূরণের ঝামেলা থেকে তাদের মুক্ত করা গেছে।

১৮৪২ এর | **পুরোনো আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে**

মন্ত্রিসভায় ও দপ্তরগুলিতে রদবদল ঘটিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনাখাতে কাজে গতি এসেছে। চাকরির ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ পত্র এখন আর অন্যকে দিয়ে প্রত্যয়িত না করিয়ে নিজেই স্বাক্ষর করা যেতে পারে। জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাও এই ডিজিটাল মাধ্যমের দ্বারা সম্ভব হয়েছে

উমঙ অ্যাপ, ডিজিলকারের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলি সহজ এবং স্বচ্ছ

আয়কর দাখিল ও রিফান্ডের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল মাধ্যমে খুব সহজেই করা সম্ভব। যেখানে উপস্থিত না হয়েও দুর্নীতিমুক্তভাবে আয়করদাতারা পরিষেবা পেতে পারেন

পরিযায়ী শ্রমিক

জাতীয় স্তরে পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি তথ্যপঞ্জী তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে শ্রম আইনেরও সংস্কার করা হচ্ছে

০৬

কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল স্বাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে স্বাক্ষর হয়েছেন

ডিজিটাল লাইভ সার্টিফিকেশন

পেনশনভোগীরা এখন তাদের লাইভ সার্টিফিকেট ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠাতে পারেন

ক্রেতা সুরক্ষা অধিকার ডিজিটাল পরিষেবা

গ্রামাপোর্টাল ও কনফোনেট অ্যাপের মাধ্যমে উপভোক্তারা বর্তমানে খুব সহজেই অভিযোগ দায়ের করতে পারেন

প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার

বর্তমান নতুন ভারতে গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি। যা গ্রামগুলির উন্নয়নের ছবি তুলে ধরে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জলের তলা দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে । যার মাধ্যমে এই দ্বীপগুলিতে ৪জি মোবাইল পরিষেবার সাহায্যে টেলি এডুকেশন, টেলি হেল্থ, ই-গর্ভনেন্স সার্ভিস এবং দ্বীপপুঞ্জগুলিতে পর্যটন ক্ষেত্রর উন্নতি হবে। এর জন্য খরচ হচ্ছে ১২২৪ কোটি টাকা।

দেশের ৬ লক্ষ গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে

অপটিক্যাল ফাইবার যুক্ত হয়েছে **১.৫৮** লক্ষ গ্রামে

বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়ার জন্য ৩.৭৪ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে ■

সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ

গ্রামগুলিকেও শহরের মতো উন্নত করা, গরীব মানুষদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে সংস্কারমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের মূল উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

"আপনাদের আমি একটা কথা বলি, যারা আমায় জানে, তারা আমায় বুঝবে। আমি আমার নিজের জন্য বা আমার কোনো নিকট আত্মীয়ের জন্য বাঁচি না। আমি এখানে রয়েছি গরীব মানুষদের কল্যাণের জন্য। আমি গরীব ঘরে জন্মেছি এবং দারিদ্র নিয়েই বড় হয়েছি। আমি গরীব মানুষের যন্ত্রনা বুঝি। "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কথাগুলির মধ্যেই ফুটে উঠেছে, যে তিনি সবার উন্নয়ন চান। আর এই উন্নয়নের লক্ষ্য একটি ভারসাম্য যুক্ত উন্নয়ন। সেই কারণেই যে সব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, গরীবের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ, শৌচালয় তৈরি, সকলের জন্য রান্নার গ্যাসের সংযোগ, জনধন যোজনার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং কর্ম সংস্থান গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সাহায্য ও বীমা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতবর্ষের ৮০ – ৮৫ শতাংশ নাগরিক যারা ৬ লক্ষ গ্রামে বসবাস করেন, সরকারের ভারসাম্য যুক্ত উন্নয়ন তাদের আকৃষ্ট করেছে।

সরকারের গরীব সহায়ক নীতি

গরীব মানুষদের সার্বিক কল্যাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ২০২০র ২৬শে মার্চ লকডাউন শুরু হওয়ার পরের দিনেই গরীব মানুষদের জন্য ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার বিশেষ সহায়তা প্রকল্প ঘোষণা করেছে সরকার। এই প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে রেশনের মাধ্যমে ৫ কিলো চাল, ডাল এবং ২০ কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে নগদ ৫০০ টাকা জমা করা, ৮ কোটি পরিবারকে বিনা পয়সায় রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া, ৩ কোটি প্রবীণ নাগরিক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকদের ১০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের কল্যাণের জন্য রাজ্যগুলিকে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গরীবদের জন্য বিনা পয়সায় রেশন পাওয়ার নিশ্চয়তা: করোনা মহামারির সময় মে- জুন মাসে ৮০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে। যার জন্য খরচ হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকা।

পাকা বাড়ি: প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় চিহ্নিত ২.১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ১.৯৩ কোটি বাড়ি ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ১.৩৬ কোটি বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য প্রত্যেককে পাকা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। যার মাধ্যমে অমৃত মহোৎসবের বাস্তবায়ন ঘটবে।

উজ্জ্বলা যোজনা: দেশের ৮ কোটি গরীব মানুষকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা দেশের জনসংখ্যার ৯৯.৬ শতাংশ।

প্রত্যেক বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ: স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ১১ কোটি শৌচালয় নির্মিত হয়েছে।

গরীব কল্যাণ রোজগার অভিযান: পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে তাদের গ্রামেই কাজের সুযোগ পান, সেই লক্ষেই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

জীবন বীমা: কেন্দ্রীয় সরকার, ২টি বীমা যোজনা নিয়ে খুবই আশাবাদী। যার একটি হল প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা। অন্যটি প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা। যাতে বার্ষিক ১২ ও ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই দুটি প্রকল্পেই ইতিমধ্যে ৩৩ কোটি নাগরিক উপকৃত হয়েছেন।

গ্রামগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ: এই প্রথম ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে শহরকে ছাড়িয়ে গেছে গ্রামগুলি। প্রতিটি পঞ্চায়েত অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। যেখানে পূর্ণ উদ্যমে মানুষ ইন্টারনেটের সুবিধা পাচ্ছেন।

স্বামীত্ব যোজনা: আমার সম্পত্তি - আমার অধিকার

- এই প্রকল্পের অধীনে উপভোক্তাদের তাদের নিজের অধিকারের সরকারী কাগজ দেওয়া হচ্ছে
- ভূমির রেকর্ডের ডিজিটালকরণ গ্রামীণ ক্ষেত্রকে সক্ষম ও আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাসযোগ্য জমির নতুন করে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। যে ব্যাপারে বৃটিশ আমল থেকেই নজর দেওয়া হয় নি
- স্বামীত্ব প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে ৬.৬২ লক্ষ গ্রামকে এর আওতাভুক্ত করা

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প: এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা হকারদের স্বনির্ভর করার সুযোগ ও মর্যাদা দেওয়া। এই প্রকল্পের অধীনে ১০ হাজার থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে। এপর্যন্ত ৪১ লক্ষ এই প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। যার মধ্যে ২৪ লক্ষ ঋণের আবেদনে মঞ্জুর হয়েছে

মধ্যস্থতাকারীর থেকে মুক্তি: কৃষকরা এখন তাদের নিজেদের উৎপাদিত শস্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়েই নিজেদের ইচ্ছে মতো পণ্য বিক্রয় করতে পারছে।

অতীতে কৃষক কল্যাণে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো। কৃষকদের কল্যাণ সাধনের প্রভূত কাজ সম্পন্ন হয়েছে বর্তমান শাসনকালে। যা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

অন্নদাতা কৃষকদের সম্মান ও সুযোগ পৌঁছে দেওয়া

পিএম কিষাণ সম্মান নিধি :
এই প্রকল্পে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে।

কিষাণ রেল :
করোনা কালেও কৃষকদের উপার্জন বাড়ানোর লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে, কিষাণ রেল পরিষেবা।

কৃষকরাই তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের মালিক:
সংসদে তিনটি নতুন কৃষি আইন পাশ হয়েছে। যেগুলি কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য তারা কিষাণ মান্ডির বাইরেও বিক্রয় করতে পারবে।

ই-নাম অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি বাজারে পৌঁছবে কৃষিজাত পণ্য

এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের ১.১৩ লক্ষ কোটির ক্রয় - বিক্রয় ঘটেছে কৃষক ও ক্রেতাদের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষক ব্যবসা বাণিজ্যের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নাম নথিভুক্ত করেছে।

এক দেশ, এক ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, একই সরাসরি সহায়তা প্রদান: এই প্রথম কোনো সরকার, কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেধে দিয়েছে। যা কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের দেড় গুণ।

কৃষিপণ্য উৎপাদক সংগঠন :
দেশের ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খুব সহজে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ১০ হাজার এফপিও গড়ে তোলার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের ঋণ মুক্ত হয়ে তাদের আয় যাতে দু'অঙ্কে পৌঁছোয়, সেই লক্ষ্যে কেন্দ্র কৃষকবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে । ■

অর্থনীতি

আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথে যাত্রা

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে নীতি গ্রহণ করা হয়। ভারতের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে সার্বিক উন্নতি এবং অগ্রগতি মূলে রয়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রচেষ্টায়, যারা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। করোনা মহামারি যখন আঘাত হানে সেই সময় দেশের নেতৃত্ব এই শপথ নিয়েছিল, আগে জীবন বাঁচাও। আর সেই কাজের মন্ত্র ছিল জান ভি, জাঁহা ভি (জীবন বাঁচাও, দেশ বাঁচাও)। যা আসলে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের দিকে আরো একধাপ অগ্রসর হওয়া...

কোভিড অতিমারি অন্যান্য দেশের মতো এদেশের অর্থনীতিকেও প্রভাব ফেলেছে। দেশে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক আগের ত্রৈমাসিকের থেকে ২৩.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা যখন ভারতবর্ষের অর্থনীতির অগ্রগতি শ্লথ হওয়ার অনুমান করেছে, তখন কিন্তু এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিক আর্থিক রিপোর্টে আর্থিক বিকাশ ইতিবাচকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভারত, পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ, যাদের জিডিপি ইতিবাচক স্থানে বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, যারা ভারতের অর্থনৈতিক মন্দার আগাম অনুমান করছিলেন, তারা তাদের পূর্বাভাস সংশোধন করে

আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ রাস্তা দেখালো

লকডাউনের সময় কেন্দ্রীয় সরকার, আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে

তিনটি ধাপে ২৯.৮৭ লক্ষ কোটি ঘোষণা করা হয়েছে

দেশের গরীব, সাধারণ মানুষ, কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক ও মাঝারি, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্পের স্বার্থে কেন্দ্র, আর্থিক সহায়তা দিয়েছে

১৫%

জিডিপির অর্থ দেওয়া হয়েছে প্যাকেজে। আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যা সুবিধেজনক হবে

ভারত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত

কৃত্রিম মেধা, যন্ত্রের উদ্ভাবন, ইন্টারনেটের ব্যবহার, ব্লকচেন ও বিগ ডাটা দেশকে এক নতুন শিখরে পৌঁছে দিতে সক্ষম। বর্তমান দুনিয়ায় প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা উন্নয়ন এর বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পারে। এই পথেই ভারত আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিশ্বের প্রথম এবং দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারত ছিল পরাধীন। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব যখন আরম্ভ হল তখন ভারত স্বাধীনোত্তর পর্বে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে লড়াই করছে। কিন্তু বর্তমানে ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই মুহূর্তে দেশের অর্ধেক নাগরিক বয়স ২৭ বছরের নীচে। যার ফলে ভারত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রস্তুত।

৯৩%

টেলি কমিউনিকেশন ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। ৫০ কোটির বেশি ভারতবাসী মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন।

ভারত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ। অথচ তার খরচ সর্বনিম্ন। বিগত চার বছরে মোবাইল ডাটা ব্যবহার ৩০ গুণ বেড়েছে।

১২০ কোটি ভারতবাসীর আধার কার্ড রয়েছে

এই পরিস্থিতিতে ভারত বিশ্বের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত

১.৫৮ লক্ষ

গ্রাম পঞ্চায়েতে যুক্ত হয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার। যা ২০১৪ সালে মাত্র ৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিল

নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দেশ সব সময় অগ্রসর হয়ে চলেছে। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ভারতবর্ষের স্থান ৫২। এই ফলাফলই তার প্রমাণ। গত ৭ বছরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা এগিয়ে চলেছে

জিএসটি

এক দেশ, এক কর ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কর কাঠামোয় এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এনেছে। পণ্য ও পরিষেবা কর দেশের অর্থনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। যখন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা কর দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু স্বস্তিই পেলেন না, তাদের আর্থিক ক্ষতিও অনেক কমে এলো এর ফলে ২০২১ এর মার্চে দেশে ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকা আসে জিএসটি থেকে আদায় হয়েছে। এই নিয়ে ষষ্ঠ মাস যখন জিএসটি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়ালো এই প্রথম দেশের সৎ করদাতাদের নিজেদের মুখ না দেখিয়েই তারা নিজেরাই তাদের কর প্রদান করেছে। আয়কর ক্ষেত্রে ঝুলে থাকা বিভিন্ন কেসগুলি বিবাদ থেকে বিশ্বাস (বিবাদ সে বিশওয়াস) স্কীমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে

বলেছে, নতুন অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি আরো ২ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা বদল...

সারা দুনিয়া যখন অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে, ভারত, সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছে তার কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাহায্যে। যা ভারতের অর্থনীতির মেরুদন্ড। দেশের অর্থনীতিতে ২৯ শতাংশ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের হাতে থাকলেও তা পরিবর্তিত হয়েছে। জিডিপির ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ

দূর্বল আর্থিক অবস্থা এবং অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ২৭টি ব্যাঙ্কে সংযুক্তি ঘটিয়ে ১২টি ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়েছে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনাদায়ী ঋণ রয়েছে, সেগুলিও কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ২০১৮ এর মার্চে ১১.৫ শতাংশ থেকে ২০১৯-এর মার্চে কমে দাঁড়িয়েছে ৯.৩ শতাংশ। ২০২০র মার্চে ৮.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

এই প্রথম শিল্পক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকারী প্রকল্প...

এত দিন পর্যন্ত সরকার, শিল্পক্ষেত্রে সস্তায় ঋণ, বিদ্যুৎ, জল, এই সকল সহায়তা দিত। কিন্তু এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার, ১৩টি শিল্পক্ষেত্রের জন্য ইনসেনটিভ লিঙ্ক প্যাকেজ (উৎসাহ সংযোগ সহায়তা) শুরু করেছে, যা, উৎপাদক শিল্পে বিশেষ সহায়ক হবে। আগামী ৫ বছরে ১.৯৭ লক্ষ পিএলআই ৫০০

ডিজিটাল অর্থনীতি ও সরাসরি আর্থিক সুবিধা প্রদান নতুন পথ দেখাচ্ছে

৩১৮টি প্রকল্পের **৫৪**টি মন্ত্রক উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রাপ্য অর্থ পৌঁছে দিচ্ছে

০৬

লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে ডিবিটির মাধ্যমে। এপর্যন্ত ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

আয়কর দাতাদের সংখ্যা বেড়ে ২.৫ কোটিতে পৌঁছেছে

বর্তমানে দেশের ১২০ কোটিরও বেশি মানুষের আধার কার্ড রয়েছে। যার সাহায্যে ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি লাভ পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে , সরকারী প্রকল্পের রূপায়ণে আধার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক

সরকার, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইন শিথিল করেছে। প্রতিরক্ষা, বীমা, রেল এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। যা দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করবে

উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রাপ্য নগদ অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। এখন ভর্তুকির পুরো অর্থ পৌঁছচ্ছে দুঃস্থ মানুষের কাছে।

জনধন

৪২ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে গত ৬ বছরে

৬৪% অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে গ্রামীণ ক্ষেত্রে। যার মধ্যে ৫৫ শতাংশ অ্যাকাউন্টের গ্রাহক মহিলারা

১,৪৫,০০০ কোটি টাকা এই মুহূর্তে গচ্ছিত রয়েছে

২৫,০০০ **কোটি** অর্থ সহায়তা স্টয়ান্ড- আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে

২৮ **কোটির**ও বেশি মানুষ ঋণ মুদ্রা যোজনা প্রকল্পে ছাড়পত্র পেয়েছে

জনধন যোজনায় প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের এখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে

- ২০২০র এপ্রিল থেকে ২০২১ এর জানুয়ারী পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.১২ বিলিয়ন ডলার। দেশের অর্থনীতিতে একটি ঐতিহাসিক সাফল্য
- বর্তমান সময়ের চাহিদা নগদমুক্ত অর্থনীতি। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার, দেশে ডিজিটাল অর্থনীতি বাস্তবায়িত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে
- ১৭০টি ব্যাঙ্কে ভীম অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট করা যায়
- দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমকে জোরদার করতে চলতি বর্ষের বাজেটে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২০তে ডিজিটাল ট্রানজেকশনে ভারত, আমেরিকা ও চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে
- ২০১৬র অগাস্ট থেকে ২০২১ এর মার্চের মধ্যে ভীম অ্যাপের মাধ্যমে ৪ ট্রিলিয়নেরও বেশি অর্থ লেনদেন হয়েছে

বিলিয়ান ডলার অর্থমূল্যের উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

বাজেটের পর নতুন বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের নতুন সূচনা

প্রত্যেক বছরই বাজেট পেশ হয়। কিন্তু এই প্রথম একেবারে নিচুস্তর পর্যন্ত বাজেটের সার্থক রূপায়ণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে যুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯টি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যে উদ্যোগ নাগরিক, বেসরকারী ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে একটি সেতুবন্ধ রচনা করবে। যাতে বাজেটের লক্ষ্য একেবারে নিচুস্তরে পৌঁছোয়। আত্মনির্ভর ভারত গঠনের মাইল ফলকে পৌঁছোতে এবং ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পৌঁছতে যা বিশেষ কার্যকরী। ■

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত

ভারতে এই প্রথম নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে ইউরিয়া উৎপাদিত হতে চলেছে

দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে উৎসাহিত করতে মন্ত্রীসভা অভিনব পদ্ধতিতে ইউরিয়া উৎপাদনে সম্মতি দিয়েছে। কয়লার গ্যাসিভুত প্রক্রিয়ার থেকে ইউরিয়া উৎপাদন পর্যন্ত যে সমস্ত পদক্ষেপ রয়েছে, সেগুলি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করবে। শুধু তাই নয়, জ্বালানী নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এবং ইউরিয়া উৎপাদনে দেশকে স্বনির্ভর করবে। মন্ত্রীসভা ব্যাঙ্গালোরে মেট্রো রেল প্রকল্প এবং অর্থ বিল সংশোধনেও সম্মতি দিয়েছে...

- **সিদ্ধান্ত :** কোলগ্যাস থেকে ইউরিয়া উৎপাদনে তালচের ফার্টিলাইজার লিমিটেডকে ভর্তুকি দেওয়ার নীতি সম্মতি পেয়েছে
- **সুবিধা :** তালজের ফার্টিলাইজার লিমিটেড ইউরিয়া প্রকল্পে আনুমানিক খরচ পড়বে ১৩,২৭৭.২১ কোটি
- এই প্রকল্প মেক ইন ইন্ডিয়ায় (ভারতেই তৈরি করো) উদ্যোগ এবং আত্মনির্ভর প্রচারকে আরো প্রসারিত করবে
- এই প্রকল্প থেকে কৃষকদের চাষের জন্য সার মিলবে। পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ঘটবে এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে ইউরিয়া সরবরাহে পরিবহণ ভর্তুকিও রদ করা যাবে
- এই প্রকল্প থেকে কৃষকদের চাষের জন্য সার মিলবে। পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ঘটবে এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে ইউরিয়া সরবরাহে পরিবহণ ভর্তুকিও রদ করা যাবে
- **সিদ্ধান্ত :** ব্যাঙ্গালোরের মানুষকে প্রতিদিনকার জীবনে যাতায়াতের সুবিধা ও স্বস্তি দিতে পরিবহণ ব্যবস্থায় ভীড় কমানোর লক্ষ্যে মেট্রো রেলের দুটি প্রকল্প ২এ ও ২বি তে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
- **সুবিধা :** পর্ব ২এ যুক্ত করবে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড জংশন থেকে কে. আর পুরম এবং ২ বি পর্ব কে. আর পুরম থেকে হেব্বল জংশন হয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যুক্ত করবে
- প্রকল্পের সম্পূর্ণ দৈঘ্য ৫৮.১৯ কিলোমিটার। কাজ সম্পূর্ণ করতে খরচ হবে ১৪,৭৮৮ কোটি
- এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে ব্যাঙ্গালোরের পরিবহণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটবে
- **সিদ্ধান্ত :** করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বিক সমাধান সূত্র পেতে ২০২১ এর অর্থ বিল সংশোধনে সম্মতি দিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
- **সুবিধা :** অর্থ বিল সংশোধন করার প্রস্তাবটিতে সরকারের রাজস্ব বাড়ানো এবং অন্য যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে, তা যথাযথ প্রয়োগে সফল হবে
- অর্থ বিল সংশোধনের ফলে অংশীদার ও কর দাতাদের উদ্বেগ দূর করে তাদের প্রস্তাবগুলি যুক্তি সংগত ভাবে বাস্তবায়িত করা সহজ হবে
- উন্নয়নের অংশীদারদের চিন্তা দূর করে সকল করদাতাদের মধ্যে সাম্য ও সমন্বিত বাতাবরন তৈরি হবে ■

দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ভোলবদল

॥ मरमानम मांड वडिच्चेलव् तेट्रम येना नान्गो येमम पडईक्कु ॥

শৌর্য, সম্মান, মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের পরম্পরা আর বিশ্বস্ততা এই চারটি গুণ যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীর প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখা হয়।

সন্ত থিরুভালুভার লেখা লাইনগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলে। কিন্তু অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও দেশের সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ আগে করা হয় নি। বর্তমান মোদী সরকারের আমলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে জোর গতিতে কাজ শুরু হয়েছে। যার মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আত্মনির্ভর করে তোলার পথে অগ্রসর হয়েছে।

৪৮,০০০ কোটি টাকায় তেজসের মতো লাইট কমব্যাট যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য কেন্দ্র সম্মত হয়েছে ।

ভারত অস্ত্র রপ্তানিতেও ২৫টি দেশের তালিকায় নথিভুক্ত হয়েছে

মোদী সরকার, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দূর্বলতা দূর করে এক্ষেত্রে গতি এনেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রয়োজনগুলির দিকেই শুধু নয়, ১৫ লক্ষ সেনাবাহিনী স্থল, জল ও বায়ু সেনা এবং তটরক্ষী বাহিনী সকলের ওপর নজর দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি থাকলেও তার বর্তমান সময়ে সর্বোচ্চ প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। ২০১৪য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে আমূল বদলে ফেলার বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও মেক ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ দেশে উৎপাদন করো, এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রেও দ্রুত গতি নিয়ে এসেছে। শত্রু দেশের মোকাবিলা করার জন্যই এর প্রয়োজন ছিল।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে স্বদেশী নীতির ঘোষণা

২০১৬য় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ নীতিতে ২০১৬য় কেন্দ্রের ঘোষিত নীতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য হল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারতেই তৈরি হবে। ভারতীয় সংস্থাগুলিকে যুদ্ধ অস্ত্র তৈরির নক্সা তৈরি করা বা সেগুলির

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ

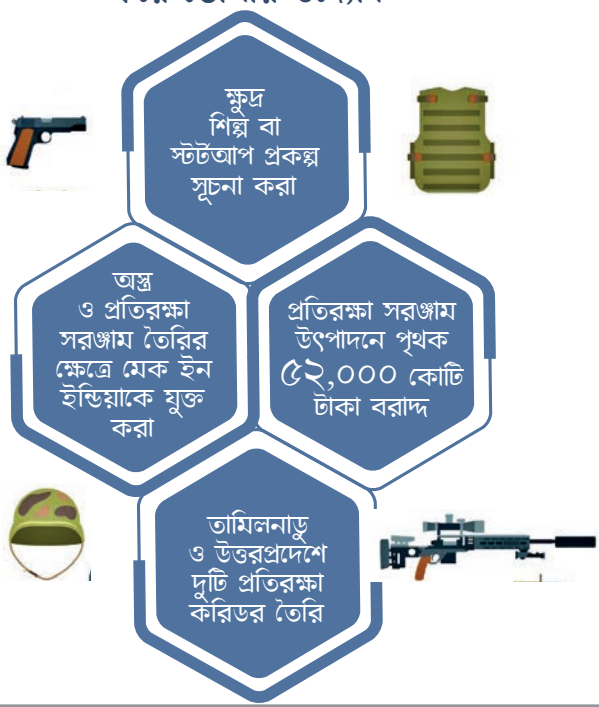

২০২১ – ২২ অর্থবর্ষের বাজেটে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে ১৮.৭৫ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে স্থল, জল ও বায়ু সেনার এই তিন বিভাগের যে কোনো আধুনিক নতুন সমরাস্ত্র কেনার জন্য ৫০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে ।

সীমান্তে সার্বিক অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি

২০০৮ - ২০১৪

৩৬০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ	৭২৭০ সেতু নির্মাণ

২০১৪ - ২০২০

৪৭০০ কিমি রাস্তা	১৪৯৫৩ সেতু নির্মিত

সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় : এই বছরে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার কাছে বায়ু সেনার জন্য এস-৪০০ প্রতিরক্ষা সামগ্রী কিনছে। একে-২০৩ কালাশনিকভ রাইফেল তৈরি করছে নিজ উদ্যোগে। স্বল্প পাল্লার ট্যাঙ্ক এবং স্কোরপিও ডুবোজাহাজ তৈরি হচ্ছে এদেশেই।

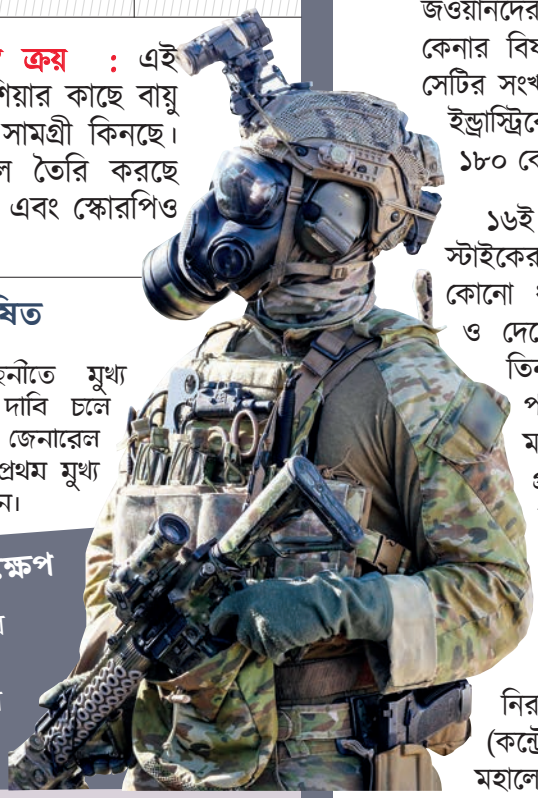

মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পদ ঘোষিত

দু'দশক ধরে সেনাবাহিনীতে মুখ্য পদাধিকারি থাকার যে দাবি চলে আসছিল, তা পূরণ হয়েছে। জেনারেল বিপিন রাওয়াত ভারতের প্রথম মুখ্য সেনাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় পদক্ষেপ

জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর থেকেই সেখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এক ধাক্কায় অনেকখানি কমেছে।

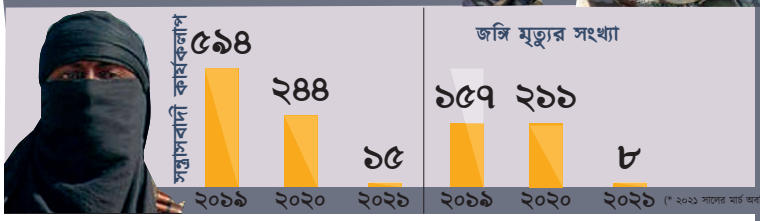

ইউএপিএ আইন কঠোর করা হয়েছে : আইনগত সংশোধনী এনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সমূলে বিনাশ করতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ –কে আরো বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । বেআইনী কার্যকলাপ রুখতে আরো কঠোর আইন প্রয়োগের জন্যই এই সংশোধনী আনা হয়।

ডিআরডিও বাজেট বৃদ্ধি : প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরো বেশি গবেষণা বাড়ানোর লক্ষ্যে চলতি বর্ষে বাজেটে ডিআরডিও-র ব্যয় বরাদ্দ ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উৎপাদন এবং নিজ প্রযুক্তিতে সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রেও এই সংস্থাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পরবর্তী বিরাট চ্যালেঞ্জ হল, এই নীতি বাস্তবায়িত করতে অর্থ বরাদ্দ করা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেনা জওয়ানদের জন্য ৫০,০০০ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট কেনা হচ্ছে। যা এতো দিন নাম মাত্র সংখ্যায় ছিল সেনাবাহিনীর কাছে। সেই কারণেই সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের অভাবে তারা বিপদের মুখে পড়তেন। দু'দশকের দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেনা জওয়ানদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হেলমেট কেনার বিষয়টিও মঞ্জুর করা হয়েছে। এতদিন সেটির সংখ্যা ছিল নগন্য। কানপুরের এমকেইউ ইন্ড্রাস্ট্রিকে ১.৫৮ লক্ষ হেলমেট তৈরির জন্য ১৮০ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছে।

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্টাইকের পর সে দেশের তরফ থেকে যে কোনো ধরণের আক্রমণ মোকাবিলা করতে ও দেশের সুরক্ষা অটুট রাখতে মন্ত্রিসভা তিন বাহিনীকে ২০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে মঞ্জুরি দিয়েছে। যার ফলে ২০১৬ সাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সবচেয়ে উপলব্ধির বর্ষ বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত পদক্ষেপ প্রাথমিকভাবে নেওয়া এই কারণেই জরুরী হয়েছে, কারণ আগের সরকার তিন সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে নিরব ছিল। যে কারণে প্রাক্তন সিএজি (কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) এবং মহালেখক পরীক্ষক তাদের সংসদে পেশ করা রিপোর্টে স্পষ্টই বলেছিলেন, "বিপদ বুঝেও ন্যূনতম অস্ত্র সরঞ্জাম ভান্ডার শক্তিশালী করা হয় নি। ২০১৩র মার্চ মাসে সেনাবাহিনীতে ১৭৯ রকমের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ১২৫ ধরণের সরঞ্জামের মান একেবারে নিচে নেমে গিয়েছিল"। অন্য ৫০ ধরণের যুদ্ধাস্ত্র এই অবস্থায় না পৌঁছলেও সেটির অবস্থাও সন্তোষজনক ছিল না। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে কোনো রকম যুদ্ধ লাগলে সেনাবাহিনীর কাছে ১০ দিন যুদ্ধ চালানোর অস্ত্র সরঞ্জাম ছিল না। এমনই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিকীকরণ ছাড়াও সেনাবাহিনীতে এক র‍্যাঙ্ক , এক পেনশন চালু করা মোদী সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম । ৪৩ বছর যে সিদ্ধান্ত আটকে ছিল। ■

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

বিদেশ নীতি:
'প্রতিবেশী প্রথম'

বিশ্ব মঞ্চে ভারত উদয়

নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে ২০১৪র নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ২০১৪তে। দেশের বিদেশ নীতিতে নতুন বন্ধুত্ব রচনার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যুক্ত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেও সম্পর্ক আরো জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেন। একবিংশ শতাব্দীতে দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি নতুন নীতি গ্রহণ করেন । ভারত প্রথম (ইন্ডিয়া ফাস্ট) তার বিদেশ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্যই হল অ্যাক্টিং ইস্ট (পূবে থাকো) ও লুকিং ওয়েস্ট (পশ্চিমে তাকাও) যা ভারতকে সারা বিশ্বে দরবারে পৌঁছনোর স্বপ্নকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

মোদী সরকারের বিদেশ নীতির মূল অভিমুখ হল সেই সমস্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছনো, যারা প্রতিবেশী। তাই তার বিদেশ নীতির আহ্বান নেবার ফাস্ট, প্রতিবেশী প্রথম - যা ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশ নীতিতে সমস্ত বাধা সরিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকারের শাসনকালে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে সুদৃঢ় হয়েছে এবং বর্তমানে ভারত, গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার স্থান অর্জন করেছে। যা তার প্রাচীন পরম্পরার মধ্যে রয়েছে। বসুধৈব কুটম্বকম, সারা বিশ্ব একই পরিবার। করোনা মহামারির সময় ভারত, গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পুনর্জীবন দান

কোভিড অতিমারিতে সারা পৃথিবী যখন স্তব্ধ, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন। বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা নিয়ে আলোচনাই শুধু নয়, তার পাশাপাশি, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী, মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছে। মোদী জি২০ ও নির্জোট আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন।

- করোনা মহামারির সময়কালেও বাংলাদেশের জাতীয় দিবসে সেখানে উপস্থিত থেকে ভারত – বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছেন
- বাংলাদেশ ও নেপাল এই দুটি দেশের ক্ষেত্রে সীমান্ত সহযোগিতা বাড়ানো যার অন্যতম লক্ষ্য । যার জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে
- মালদ্বীপ সফরে প্রধানমন্ত্রীকে, সেদেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান রুল নিশান ইজ্জুদ্দিন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)-র সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, ওডার অফ জাইদে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে পাকিস্তানকে কোনঠাসা করেছে ভারত

- আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠন ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স, পাকিস্তানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। যার পিছনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে এশিয়া প্যাসিফিক সাব গ্রুপ
- আন্তর্জাতিক আদালতও কুলভূষণ যাদব মামলায় ভারতের পক্ষেই রায় দিয়েছে। কুলভূষণ কৌসুলীর সহায়তা পাবেন।

ভারত তার সহায়তার হাত বাড়িয়েছে

২০১৫য় নেপালে ভূমিকম্পের পরই ভারত দ্রুত বিশেষ বিমানে ত্রাণ সামগ্রী এবং অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করার জন্য অপারেশন সমুদ্র মৈত্রীর উদ্যোগ নেওয়া হয়

মোজাম্বিকে সমুদ্র ঝড় ইদাইতে বিধ্বংসী তান্ডবের পর ভারত, সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে

ভ্যাক্সিন মৈত্রী

করোনা ভ্যাক্সিন তৈরি হওয়ার পর ভারত, অন্য দেশের প্রতি তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ওষুধ সহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রীর সহায়তা বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছে। ভ্যাক্সিন মৈত্রীর মাধ্যমে ভারত ৯৫টি দেশকে ৬ কোটি করোনা ভ্যাক্সিন পাঠিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সৌর জোট

ফ্রান্সের সহযোগিতায় ভারত এক মহান উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতে, আন্তর্জাতিক সৌর জোট পর্ষদ নামে এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, যোগ, সারা বিশ্বেই স্বীকৃত। ২১শে জুন দিনটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে সারা বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে

কোয়াড

ভারত, চার দেশের চতুর্ভুজ নিরাপত্তা সংগঠনের কৌশলগত অংশীদারিত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তা বজায় রেখেছে। ভারতের পক্ষে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব এশিয়া প্যাসিফিক সমুদ্র অঞ্চলে বিশেষ সহায়ক হবে।

২+২ ডায়লগ

ভারত, ও আমেরিকা তাদের ২+২ মন্ত্রী পর্যায়ের আলাপ আলোচনা শুরু করে ২০১৮য়। ২০২০তে এই ২+২ আলোচনার দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন দিল্লিতে। মন্ত্রী পর্যায়ের এই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

- ভারত, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অষ্টমবারের জন্য অস্থায়ী সদস্য পদ পেয়েছে
- ২০১৯ এ ইস্টারের দিনে শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি আক্রমণের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কা সফরে সেন্ট অ্যান্টোনি চার্চে যান এবং জঙ্গি বিস্ফোরণের ক্ষতচিহ্ন দেখেন
- উহান স্পিরিট ও চেন্নাই কানেক্ট উদ্যোগ চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে জোরদার করার একটি প্রয়াস। এসসিও সামিট, জাপানে জি২০, ব্রাজিলে ব্রিক্স সামিট এবং রাশিয়ায় ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক অনিবার্য চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন
- প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী, ইসরায়েল, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাছাড়াও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ইরান, সৌদি আরব, ইসরায়েলের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হয়েছে তার উদ্যোগে। নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরো জোরদার হয়েছে
- বিগত কয়েক বছরে একাধিক চেষ্টার পর ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বদল করতে সফল হয়েছে এবং সম্পর্ক দৃঢ় করতে
- ভারত, ইরানের সঙ্গে চাবাহার ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
- প্যালেস্তাইনের সঙ্গেও এক উচ্চপর্যায়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ২০১৮য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্যালেস্তাইন সফরের সময় তাকে প্যালেস্তাইনের বেস্টাউড উইথ দ্য গ্র্যান্ড কলার পুরস্কার দেওয়া হয়
- আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত, দক্ষিণ এশিয় ১০টি দেশের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মঞ্চ (আরসিইপি)-তে যোগ দেয় নি ■

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

উদীয়মান নতুন ভারত

শতবর্ষের প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো

২০১৯ এর ৯ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্ট এর বহু প্রতীক্ষিত অযোদ্ধায় রাম মন্দির নির্মাণের রায় ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই সিদ্ধান্ত ভারতের নতুন সূর্যোদয়। তিনি যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভারত গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রাম মন্দির হোক অথবা কর্তারপুর করিডর, কাশী বিশ্বনাথ করিডর বা জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল অথবা তিন তালাক রদ করা এবং নাগরিকত্ব আইন চালু করা এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি ভারতকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বিগত বছরে ৫ই অগাস্ট রাম মন্দিরের শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে যেভাবে দলিত, পিছিয়ে পড়া জনজাতি ও সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী গান্ধীজিকে সহায়তা করেছিলেন, অনুরূপভাবে দেশের সকল নাগরিকদের এই রাম মন্দির নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তার কথায় প্রভু রাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে রয়েছেন। রাম নাম ভারতের বিশ্বাস ও ভারতের আদর্শ। রামচন্দ্র ভারতের ধর্ম, ভারতের দর্শনে জড়িয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানব জাতি যখন রামচন্দ্রকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের আনন্দের সঙ্গে সেই উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে তুলতে হবে। ভগ্ন পথ থেকেই রাস্তা খুলে গেছে। আমাদের প্রত্যেকের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে। প্রত্যেকের সমর্থন ও বিশ্বাসকে প্রগতি সুনিশ্চিত করে। রাম রাজ্যের ধারণা ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে মিশে রয়েছে। সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য গত কয়েক বছর ধরে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অযোধ্যা রায়

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দেশের সৌহার্দ ও সুনাম বৃদ্ধি করবে

৪৯২

বছরের দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে অপেক্ষার অবসান ঘটলো। ২০১৯ এর ৯ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় এই মন্দির নির্মাণের পথ খুলে দিল

- ২০২০র ৫ই অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করেন। তিনি বলেন, রাম মন্দির কেবলমাত্র এ সৌন্দর্যর প্রতীক তাই নয়, সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতিতেও পরিবর্তন আনবে
- রাম মন্দিরকে ঘিরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নানা সুযোগ তৈরি হবে। কারণ সারা বিশ্বের মানুষ প্রভু রাম ও মাতা জানকির দর্শনে এখানে আসবেন

১ জাতি, আইন,

বাস্তবায়িত হল

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বক্তব্য ছিল, " একই দেশে দুটি সংবিধান, দুটি প্রধানমন্ত্রী এবং দুটি জাতীয় পতাকা থাকতে পারে না"। স্বাধীনতার ৭২ বছর পর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সেই বক্তব্য বাস্তবায়িত হয়েছে। ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ক ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের ক্ষেত্রে দেশের অন্য রাজ্যগুলির মতো এখানে দ্রুত উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

- ২০১৯ এর ৫ই অগাস্ট জম্মু – কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়। এই আইন অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো। ৬০ বছর ধরে চলে আসা একটি ভ্রান্তির অবসান ঘটলো
- এই সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীরকে দেশের আরো অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করলো
- এই সমগ্র অঞ্চলকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে (এখানে বিধানসভা থাকবে) এবং লাদাখ।
- দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে লাদাখ যে পৃথক রাজ্যের দাবি করে আসছিল, সেটিরও অবশেষে পূরণ হল
- বর্তমানে জম্মু – কাশ্মীর এবং লাদাখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। নতুন ডোমিসাইল আইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে

বৈষম্যমূলক তিন তালাকের সমাপ্তি ঘটেছে

- ২০১৯এর ৩০শে জুলাই দেশের সংসদীয় ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দিন। যে দিন সংসদে তিন তালাক বাতিল করা হল। মুসলিম মহিলাদের একরফা বিবাহ বিচ্ছেদ দেওয়ার দুর্ভাগ্যের আবসান ঘটিয়ে তাদের অধিকার রক্ষাই ছিল সরকারের মূল উদ্দেশ্য
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলেন, তিন তালাক বাতিল হওয়ার ঘটনাটির জন্য ইতিহাস রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামও মনে রাখবে ■

করতারপুর করিডর

- গতবছর চালু হওয়া করতারপুর করিডর ভারতের গুরুদাসপুরে ডেরা বাবা সাহিবের সঙ্গে পাকিস্তানের গুরুদ্বয়ারা করতারপুর সাহিবের যোগাযোগ ঘটিয়েছে
- শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক দেব জি তাঁর শেষ দিনগুলি এই করতারপুরেই কাটিয়েছিলেন। তবে, এই পূর্ণ্যতীর্থ ভারতীয় শিখ সম্প্রদায় দূরবীন দিয়েই দেখতে হত
- ২০১৯ এর ৯ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করতারপুর করিডরের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। যা তৈরিতে খরচ হয়েছে ১২০ কোটি টাকা
- ভারতবর্ষের যে কোনো ধর্মের পূর্ণার্থীরা এই করিডর দিয়ে করতারপুরের পবিত্র ধর্মস্থানে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। এই স্থান দর্শনের জন্য কোনো ভিসা (সরকারী অনুমতি পত্র) লাগে না

সিএএ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে

- নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ভারতবর্ষে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার বাধাগুলি দূর করেছে। এছাড়াও এই আইনে দেশের সংবিধানের বিরোধিতা না করা শরনার্থীদেও যুক্তি সংগত কারণেই নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারত, বাংলাদেশী লেখিকা শরনার্থী তসলিমা নাসরিন কে আশ্রয় দিয়েছে
- কেন্দ্রীয় সরকার, নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তন করে শতাব্দী প্রাচীন সমস্যাকে সমাধান করেছে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ও প্রতিবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং মর্যাদা সুরক্ষিত করেছে
- ঐতিহাসিক এই বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে ২০১৯এর ৯ ও ১১ই ডিসেম্বর। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই বিলে স্বাক্ষর সম্মতি দেন ১২ই ডিসেম্বর। যেখানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, জোরাস্ট্রিয়ান ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ যারা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে নির্যাতিত হয়ে এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়েছে

ভগবান কেদারনাথ পূর্ণ্যতীর্থ আরো বেশি সুন্দর ও মহিমান্বিত

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হল এই কেদারনাথ শহরকে পুনর্গঠন করা। ৭ বছর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আজ তা আরো বেশি আকর্ষণীয় ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে
- ২০১৩র ১৬ – ১৭ই জুন রাত্রে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমি ধ্বসে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় কেদারনাথ। এই বিপর্যয় শুধুমাত্র কয়েক হাজার মানুষের জীবনই কেড়ে নেয় নি, ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও উদ্ধার কাজ ব্যহত হয়

কাশী বিশ্বনাথ করিডর

কেন্দ্রের নির্মিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ্যতীর্থ কাশী বিশ্বনাথ করিডর চলতি বছরেই শেষ হবে

- আদি শঙ্করাচার্যের স্থাপিত কাশী বিশ্বনাথ মন্দির হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসী মানুষদের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মা গঙ্গা ও কাশী বিশ্বনাথ যুক্ত করার কাজ চলছে
- এই প্রকল্প শুধুমাত্র এই সংলগ্ন এলাকাতেই নয়, গোটা বারাণসি চেহারাই বদলে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছেন নাগরিকরা। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মহিমা পুনরুদ্ধারের এই প্রকল্পের ভাবনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের চিন্তার ফসল
- ২০১৯ এ ৮ই মার্চ বিশ্বনাথ মন্দির এবং গঙ্গা সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পের অধীনে ৫০,২৬১ স্কোয়ার মিটারের উপর ২৪টি ভবন তৈরি হচ্ছে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বনাথ দর্শনার্থীদের জন্য

পাঁচ দশের প্রতীক্ষায় বোড়ো শান্তি ফেরাতে ঐক্যমত

- সকলের সাথে সকলের বিকাশ এই লক্ষ নিয়ে ৫০ বছরের বোড়ো সমস্যার অস্থিরতা দূর হয়েছে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে
- অসমের বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে আঞ্চলিক ঐক্য গড়ে তুলতে ১৫০০ কোটি টাকার উন্নয়নে ঘোষণা করা হয়েছে
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সারা দিয়ে ১৬১৫ বোড়ো জঙ্গি আত্মসমর্পন করে মূল স্রোতে ফিরে গেছেন

দুই দশকের পুরোনো ব্রু – রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান

- কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম ও ত্রিপুরার সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দু'দশকের ব্রু – রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান করেছে
- ত্রিপুরাতে বসবাসকারী ৩৪ হাজার আন্তর্জাতিকভাবে বাস্তুচ্যুত নাগরিক যারা বসবাস করছেন, তাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে কেন্দ্র ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যখন সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসে তখন সব প্রজন্মই অগ্রসর হতে উৎসাহিত হয়। ■

নতুন ভারত গঠনের
৭ বছর

এক দেশ, এক পরিষেবা

সমন্বিত পরিষেবার ফলে তা সহজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে

দেশের যুব সম্প্রদায় শুরুমাত্র নগরের উন্নতি চায় না, তারা গ্রাম এবং শহরেরও উন্নতি চায়। এক দেশ এক পরিষেবা বিভিন্ন ধরণের স্বাচ্ছন্দ্য সহজে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশ্বমানের শহর তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার, গ্রামগুলিতেও স্বস্তিতে বসবাস করার সুযোগ গড়ে তুলছে। যা দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে...

এক দেশ, এক মোবিলিটি কার্ড

যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জাতীয় অভিন্ন মোবিলিটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে, । পরিবহণ ক্ষেত্রে মেট্রো, ক্যাব, বাস, ট্রেন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই মোবিলিটি কার্ড বিশেষ সহায়ক।

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

নাগরিকরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেলেও তাদের রেশন কার্ড অপরিবর্তিত থাকবে। উপভোক্তারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দেশের যে কোনো ন্যায্য মূল্যের দোকান (রেশন) থেকে পেতে পারবেন

এক দেশ, এক বাজার

নতুন কৃষি সংস্কার ব্যবস্থা ই-ন্যাম এর মাধ্যমে দেশ এক জাতি, এক কৃষি বাজারে দিকে অগ্রসর হচ্ছে

এক দেশ, এক পাওয়ার গ্রিড

দেশের সকল প্রান্তে অভিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখতে এক দেশ, এক পাওয়ার গ্রিড একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

এক দেশ এক গ্যাস গ্রিড

সিমলেস গ্যাস কানেকটিভিটি দেশের অনেক জায়গার দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছে, যা ওই অঞ্চলের মানুষ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশের সব বাড়িতে রান্নার গ্যাস এবং যানবাহনে সিএনজি গ্যাস পাওয়ার ব্যবস্থা করা। এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড কম খরচে সার তৈরিতেও সহায়ক হবে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। তাছাড়াও এর ফলে বিদেশী মুদ্রার খরচ কমানো সম্ভব হবে।

এক দেশ, এক ফাস্ট্যাগ

সারা দেশের মহাসড়ক যাতায়াতের সুবিধার্থে ফাস্ট্যাগ চালু হয়েছে

এক দেশ, এক স্বাস্থ্য বীমা

বর্তমানে কয়েক কোটি মানুষ দেশের যে কোনো প্রান্তে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমার আওতাভুক্ত

এক দেশ, এক কর

জিএসটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত জটিলতা দূর করে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সমতা নিয়ে এসেছে।

এক দেশ, এক পরীক্ষা

ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির (এনআরএ) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরির পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। যা সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

“ সব ভারতবাসী এক দেশ, এক সংবিধানের কথা বলছেন। যা সর্দার সাহিবের এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা। তাই আমরা এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবো, যা দেশের ঐক্য, সংহতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মহান ভারতীয় নেতাদের কর্মপন্থাকে শ্রদ্ধা নিবেদন

দেশের বিভিন্ন বিস্মৃত নায়ক ও অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃবৃন্দের বিষয়ে মানুষকে জানাতে সরকার, নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য হল, এই প্রকৃত দেশপ্রেমীরা, যাঁরা সমাজের জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ও অর্জনের কথা জানানো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে বৃটেন সফরের সময় পূজ্যপাদ সন্ত বাসবেশ্বরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন - যা প্রকৃত অর্থে একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী, কর্ণাটকের ভগবান বাসবেশ্বরকে ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বাহক বলে উল্লেখ করেন, যিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন।

বিদেশের মাটিতে ভগবান বাসবেশ্বরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি উদাহরণ। তিনি ছিলেন, ভারতীয় মূল্যবোধের প্রকৃত দূত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভগবান বাসবেশ্বরের মতো ভারতীয় ইতিহাসের প্রকৃত নায়করা যাতে যথাযথ মর্যাদা পান, সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। "ভারত প্রথম"দর্শন নিয়ে এখন একপেশে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা থেকে সরে আসা হচ্ছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দল, আদর্শ বা পরিবারের স্বার্থরক্ষার দিকটি বিবেচনা করা হচ্ছে না। দীর্ঘস্থায়ী সুঅভ্যাসকে আত্মস্থ করার জন্য সরকার, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে।

সরকার, ২২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে উন্নত সংগ্রহশালা গড়ে তুলবে

সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশের নীতি রূপায়ণে এবং জনসাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি অত্যাধুনিক সংগ্রহশালা নির্মাণের জন্য সরকার ২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। দেশ গড়ার কাজে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীদের কাজের নিদর্শন এই সংগ্রহশালায় স্থান পাবে।

বাবা সাহেব আম্বেদকরের আদর্শ নিয়ে চর্চা

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা ড. বি. আর আম্বেদকর দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সমান অধিকার পান, সেটি নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর কাজের ধারাকে রক্ষা করতে এবং দেশ গঠনের কাজে

নতুন ভারতে অজানা নায়কদের ‘পদ্ম’ সম্মান দেওয়া শুরু হয়েছে

দেশে মোদী সরকার কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। একদিকে ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান ঘটান হচ্ছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। এই সম্মান জানানোর জন্য বাছাই পর্বটিকে সরল এবং আরো স্বচ্ছ করা হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তদ্বির করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ, যাঁরা সংবাদ শিরোনামে আসেন না, সরকার তাঁদের প্রকৃত মেধার মর্যাদা দিচ্ছে। আসামের বিরুবালা রাভা, তামিলনাড়ুর পাপ্পাম্মাল ও ড. টি বীররাঘবন, পশ্চিমবঙ্গের নারায়ণ দেবনাথ বা লাদাখের সালত্রিম চোংজোররা হলেন উচ্চকাঙ্খী ভারতের নতুন মুখ। যাঁরা সমাজের সাধারণ স্তরে তাঁদের প্রতিভা বিকশিত করেছেন। আর এদেরকেই পদ্ম সম্মান দেওয়া হয়েছে।

নিরলস উদ্যোগকে স্মরণ করতে সরকার, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি জায়গার উন্নয়ন ঘটানো হবে। এই জায়গুলিকে “পঞ্চতীর্থ” বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ২৬শে নভেম্বরকে সরকার, সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৫ সাল থেকে সংবিধান রচনার জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে দিনটি বিশেষভাবে পালন করা শুরু হয়।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বিখ্যাত শ্লোগান, “তোমরা আমার রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো” নিঃসন্দেহে দেশবাসীকে এখনও অনুপ্রাণিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২০১৮ সালে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন করেন। বহু বছর পর, ভারতের সবথেকে জনপ্রিয় নেতার কাজের ধারাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতির কাছে সব থেকে গর্বিত মুহূর্ত ছিল সেটি। ২০১৯ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আজাদ হিন্দ বাহিনীর চার সদস্য অংশ নিয়েছেন। নেতাজীর পরিবারের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার, নেতাজীর সমস্ত ফাইলগুলি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে জাপান সফরের সময় বর্তমানে জীবিত নেতাজীর আস্থাভাজন সাইচিরো মিসুমির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সর্দার প্যাটেল : ঐক্যবদ্ধ ভারতের কারিগর

ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে কারণে তিনি লৌহমানব হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গুজরাটের কেভাডিয়ায় স্ট্যাচু

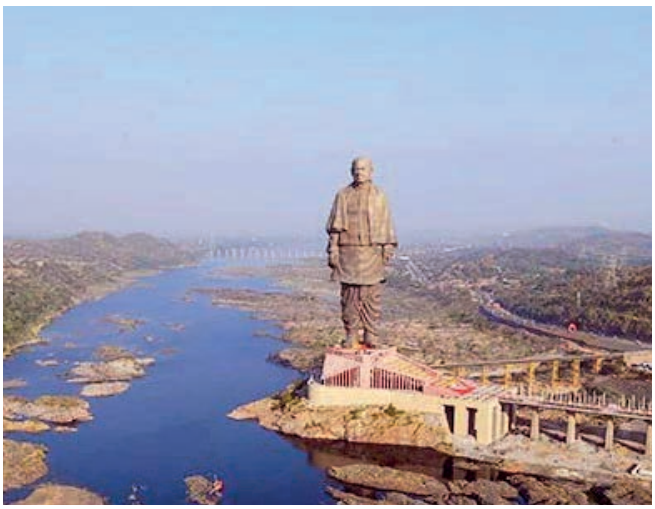

অফ ইউনিটি উদ্বোধন করেন। এই ৬০০ ফুট মূর্তিটি নির্মাণের জন্য ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শিলান্যাস করেন। এটি বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের নতুন ভারত গড়ার অবদান কখনই সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। আর এখন সরকার, সেই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

দেশের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকার যাতে তার প্রাপ্য মর্যাদা পান, সরকার, সে বিষয়েও উদ্যোগী হয়েছে। বহু যুগ ধরে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অবহেলার স্বীকার এই মানুষটিকে মোদী সরকার, তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে উদ্যোগী হয়েছে। যৌবনকালে আন্দামান নিকোবর দ্বীপের সেলুলার জেলে তাঁকে একা থাকতে হয়েছে।

একইভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, বীরসা মুন্ডা, দীনবন্ধু স্যার ছোট্টু রামের মতো অবিসংবাদী ব্যক্তিত্বদের কথা জানানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। ■

ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলি আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সহ, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের দায়বদ্ধতা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি অমৃত মহোৎসবের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হবে...

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –"সমদুঃখসুখম, ধীরম, সঃ, অমৃতত্বায়, কল্পতে" অর্থাৎ যাঁরা সুখে এবং দুঃখে অবিচলিত থাকেন, তাঁরাই মুক্তি ও অমরত্ব লাভ করেন। অমৃত মহোৎসবে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত থেকে অমৃত প্রাপ্তিই আমাদের অনুপ্রেরণা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন যুদ্ধ ও ঘটনাবলী থেকে যে অনুপ্রেরণা এবং বার্তা পাওয়া যায়, তা ভারত আত্মস্থ করে সমুখপানে এগিয়ে চলেছে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন, সত্যাগ্রহের ক্ষমতা সম্পর্কে দেশকে অবহিত করা, লোকমান্য তিলকের পূর্ণ স্বরাজের আহ্বান, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর "দিল্লি চলো" স্লোগান দিয়ে দিল্লি অভিযানের সূত্রপাত ভারত আজও ভুলতে পারে নি।

> *যখন আমরা দাসত্বের সেই সময়ের কথা ভাবি, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী স্বাধীনতার সেই প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করেন, সেই ভাবনা থেকে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ কতটা ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জ্বল, সেই উপলব্ধি তৈরি হয়। এই উৎসব শাশ্বত ভারতের এক ঐহিত্য, স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্মরণ করার মুহূর্ত এবং স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের অংশীদার।*
>
> - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

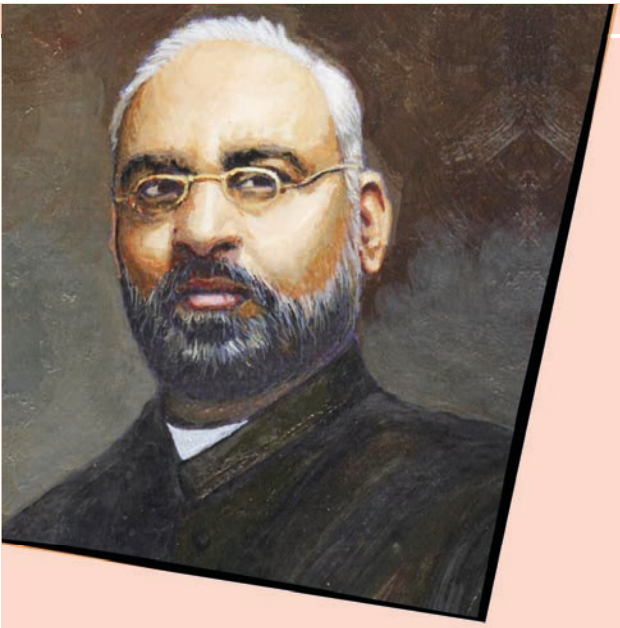

শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা

যে বিপ্লবী শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন

১৮৫৭ সালের চৌঠা অক্টোবর গুজরাটের কচ্ছ জেলার মান্ডভি শহরে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে বিপ্লবের গল্প শুনে তাঁর বেড়ে ওঠা। ২০ বছর বয়স থেকে তিনি বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো পড়াশুনা করার জন্য তিনি যখন যান, সেখানে ঘর ভাড়া খুঁজে পেতে তাঁকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ক্ষুদ্ধ শ্যামজী লন্ডনে একটি বাড়ি কিনে ফেলেন। বাড়ির নাম দেন ইন্ডিয়া হাউস। সেই বাড়িতে ভারতীয় ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হতো। পরবর্তী কালে এই ইন্ডিয়া হাউসই ইংল্যান্ডে বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গান্ধী, লেনিন, লালা লাজপথ রায়, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সাভারকার এবং মদন লাল ধিংরার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই বাড়িতে যাওয়া আসা করতেন। ভার্মা, লোকমান্য তিলক এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করেন এবং অনেককে জাতীয়বাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। কথিত আছে, শ্যামজির অনুপ্রেরণায় সাভারকার বিপ্লবীতে পরিণত হন। মদন লাল ধিংরা তাঁর ছাত্র ছিলেন। দেশ – বিদেশে থাকা বহু ভারতীয়কে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ভারতমাতার বীর সন্তান শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বৃটিশদের নাকের ডগায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ চালিয়ে গেছেন। জেনেভায় ১৯৩০ সালের ৩১ শে মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাণী গাইদিলিঁউ

যে "পাহাড়ী কন্যা" বৃটিশদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন

মাত্র ১৩ বছর বয়সে রানী গাইদিলিঁউ, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি "হেরাকা আন্দোলন"–এ যুক্ত হয়েছিলেন। ধর্মীয় – সামাজিক আন্দোলন হেরাকা, পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মণিপুর ও সংলগ্ন নাগা অঞ্চল থেকে বৃটিশদের বিতাড়ণের উদ্যোগ নেয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে হেরাকা আন্দোলনকে যুক্ত করেন এবং উত্তর – পূর্ব ভারতের মানুষের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও শিক্ষা প্রচার শুরু করেন। বৃটিশরা বেশকিছু গ্রাম জালিয়ে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবীরা তাতে দমেন নি। বৃটিশদের ওপর আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি গাইদিলিঁউ সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর চার হাজার সমর্থকের থাকার জন্য তিনি একটি দুর্গ বানাবেন। দুর্গ নির্মাণের কাজ চলার সময় ১৯৩২ সালের ১৭ই এপ্রিল বৃটিশ শক্তি অতর্কিতে হামলা চালায়। গাইদিলিঁউ গ্রেপ্তার হন এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বৃটিশ সংসদের হাউস অফ কমনসে তাঁর কারামুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। ১৪ বছর পর ১৯৪৭এ ভারত যখন স্বাধীন হয়, তিনি সেই সময় মুক্তি পেয়েছিলেন। ■

অগ্নিপুত্র বীর

সাভারকার

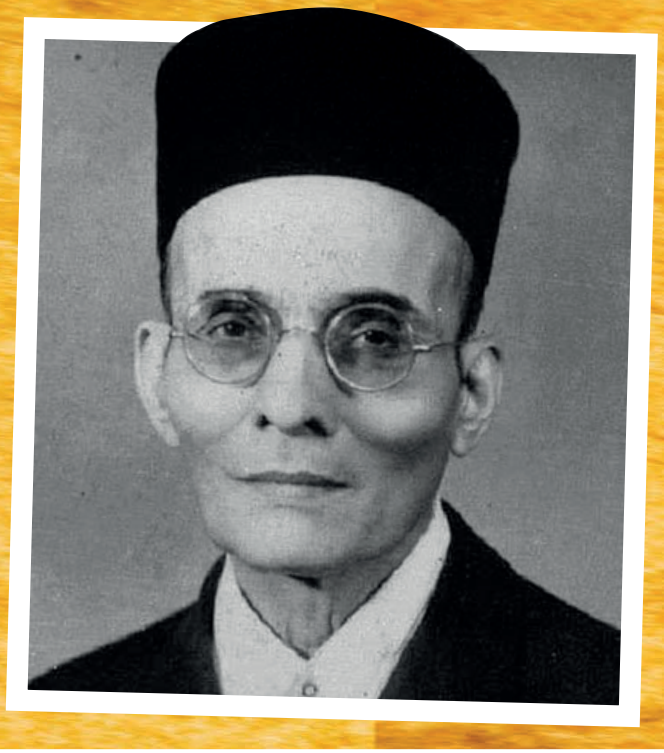

ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকার। অগ্নিপুত্র সাভারকার, ইতিহাসের একটি ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। ১৮৫৭র বিপ্লবকে আগে বিদ্রোহের তকমা দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রথম একে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলতেন – আমি যদি একটি ধূলিকণা হই, তাহলে সাভারকার একটি পর্বত, আমি যদি এক ফোঁটা জল হই, সাভারকার তাহলে রাজকীয় সিন্ধুনদ।

যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই জনসাধারণকে জাতীয়বাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাভারকারের প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং নিরলস উদ্যোগের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের ২৮শে মে দামোদর পন্থ সাভারকার ও রাধাবাইয়ের এই সন্তান মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে ভাগুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পুণের বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার সময় তিনি শুধু লেখাপড়ার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। বৃটিশদের থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য তাঁর যে অদম্য আগ্রহ ছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৪ সালে তিনি "অভিনব ভারত" সংগঠন তৈরি করেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাভারকার, স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলেনের সময় তিনি বিলাতি বস্ত্র পোড়ানোর কাজে যুক্ত হন, এর পর স্কলারশিপ পেয়ে আইন নিয়ে পড়াশুনার জন্য সাভারকার লন্ডন যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি' গঠন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় হন। সেই সময় লন্ডনে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার নেতৃত্বে ইন্ডিয়া হাউস ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সাভারকার, ইন্ডিয়া হাউসে থাকতেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন।

১৯০৮ সালে বিস্তারিত গবেষণার পর সাভারকার "দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স" বইটি লেখেন। এই বইয়ে তিনি ১৮৫৭সালের বিপ্লবকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। তবে, এই বই মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই বৃটিশ সরকার, সেটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১০ সালে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু মদনলাল ধিংরা একজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। সাভারকার, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এবং রাজনৈতিক ভাবনায় বৃটিশ প্রশাসন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতে ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। দেশে ফেরার সময় সাভারকার, জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন এবং সাঁতার কেটে ফ্রান্সে পৌঁছান। পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর পর তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছিল। ১৯১১ সালে আরেকটি মামলায়ও তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। কালাপানির শাস্তিতে ১০ বছর তিনি আন্দামানের সেলুলার জেলে কারাবন্দী ছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর মুক্তির পর তাঁকে আবারও পুণা জেলে পাঠানো হয়। কারাবন্দী অবস্থায় "হিন্দুত্ব : হু ইজ অ্যা হিন্দু "– বইটি রচনা করেন। ১৯৩৭ সালে সাভারকার হিন্দুত্বের মুখ ও কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে এ সময় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় "তাঁর সাহস, স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যদেরকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা এবং সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা সব সময় মনে রাখবো।" ১৯৬৫র সেপ্টেম্বরে প্রবল জ্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। ১৯৬৬র পয়লা ফেব্রুয়ারী সাভারকার, অন্ন, জল ত্যাগ করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি অনন্তলোকে যাত্রা করেন।

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

প্রধানমন্ত্রী পিএসএ প্ল্যান্ট গড়ে তোলার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। পিএম কেয়ার্স, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা সহ অন্যান্য জায়গা থেকে পাওয়া অনুদানের সাহায্যে ১৫০০ পিএসএ প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। এই প্ল্যান্টগুলির নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়/ আরএমও ইন্ডিয়া
@DRDO_India

পিএম কেয়ার্স তহবিলে সাহায্যে তিন মাসের মধ্যে ৫০০টি চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অক্সিজেন প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে।
এই প্ল্যান্টগুলির প্রযুক্তি ডিআরডিও উদ্ভাবন করেছে। এলসিএ, তেজসের মধ্যে অক্সিজেন জেনারেটর বর্তমানে কোভিড – ১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য অক্সিজেনের সঙ্কট মেটাচ্ছে।

অমিত শাহ @AmitShah

যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের সাহায্যের জন্য এবং অক্সিজেনের সঙ্কট মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি, প্রধানমন্ত্রী @narendramodi জি কে পিএম কেয়ার্সের মাধ্যমে দেশজুড়ে গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ৫৫১টি পিএসএ অক্সিজেন উৎপাদক প্ল্যান্ট নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তারা ৩০০টি ভেন্টিলেটর মহারাষ্ট্রে পাঠাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @nitin_gadkariজি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী @ysjagan কে অনুরোধ জানানোর পর এই সিদ্ধান্ত।

ডাঃ হর্ষ বর্ধন @drharshavardhan

@WHOর পরিচালন পর্ষদের নির্দেশক ড. টিমোথি আর্মস্ট্রং –এর পৌরহিত্যে #COVID19 এর উপর @WHOর ভার্চুয়াল অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছি। আজ এই অধিবেশনে কোভিড – ১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেখানে এসিটি অ্যাসেলারেটর ও কোভ্যাক্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

পিযুষ গোয়েল @PiyusGoyal

প্রধানমন্ত্রী @narendramodi জির নেতৃত্বে ভারতীয় রেল দেশের প্রতিটি প্রান্তে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সারাদিন কাজ করে চলেছে।
হরিয়ানার কোভিড – ১৯ রোগীদের জন্য আঙ্গুল থেকে অক্সিজেন ট্যাঙ্কার নিয়ে অক্সিজেন এক্সপ্রেস ফরিদাবাদে পৌঁছেছে।

FORCES

PM Modi holds meeting with IAF chief, reviews relief work

Rahul Singh
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday reviewed the Indian Air Force's (IAF) Covid relief efforts and stressed on the need to increase the speed, scale and safety of operations in transporting oxygen tankers and other essential material to fight the coronavirus disease (Covid-19) pandemic.

Briefing the Prime Minister on the air force's efforts to help fight the outbreak, IAF chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria said that IAF has ordered 24x7 readiness of its entire heavy-lift fleet and substantial numbers of its medium-lift fleet to operate in a hub and spoke model to swiftly meet all Covid-related tasks across the country and overseas, the PMO said in a statement.

"Aircrews for all fleets have been augmented to ensure round-the-clock operations." the

Oxygen cylinders before being load countries including the US, the UK a

Retired medical personnel recalled to fight crisis: CDS

PAWAN BALI
NEW DELHI, APRIL 26

Prime minister Narendra Modi on Monday reviewed with Chief of Defence Staff General Bipin Rawat the preparations and operations undertaken by the Armed forces to assist in Covid-19 situation in the country.

CDS briefed the PM that all medical personnel from armed forces who have retired or taken pre-mature retirement in the last 2 years are being recalled to work in Covid facilities within proximity of their present place of residence. Other medical officers who retired earlier have also been requested to make their services available for

THE CDS informed the PM that nursing personnel are being employed in large numbers to complement the doctors at the hospitals. He also said that oxygen cylinders available with armed forces in various establishments will be released for hospitals.

Headquarters (HQ), Corps HQ, Division HQ and similar HQ of Navy and Air Force will be employed at hospitals.

The CDS informed the PM that nursing personnel are being employed in large numbers to complement the doctors at the hospitals. CDS said that oxygen cylinders available with armed forces in vari-

tary medical infrastructure will be made available to civilians. PM also reviewed the operations being undertaken by IAF to transport oxygen and other essentials in India and abroad.

Indian Air Force's C17 transport aircraft on Monday airlifted 6 empty cryogenic oxygen containers from Dubai. It will airlift another 6 containers from Dubai on Tuesday.

On Saturday, IAF had airlifted 4 containers of cryogenic oxygen tanks from Changi International Airport, Singapore.

Prime Minister also discussed with the CDS that Kendriya and Rajya Sainik Welfare Boards and Officers posted in various headquarters in veterans

MORE TO COME FROM SINGAPORE, DUBAI

Oxygen tankers from Thailand arrive in India

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A consignment of containers for transportation of medical oxygen arrived in India from Thailand while some more empty tankers will be airlifted from Singapore and Dubai on Tuesday, the Union home ministry said.

The containers from Thailand were the third such consignment to be flown to the country in the Indian Air Force's (IAF) transport aircraft by the home ministry amid a surge in COVID-19 cases and a subsequent increase in demand

2ND WAVE } TO ESTABLISH NEW 2+2 TALKS SYSTEM

Russia extends support to India

Rezaul H Laskar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI : Russian President Vladimir Putin on Wednesday extended support to Prime Minister Narendra Modi for countering the Covid-19 situation in India even as the two sides decided to establish a new 2+2 dialogue of foreign and defence ministers.

Modi spoke to Putin on tele-

THE FIRST RUSSIAN CONSIGNMENT OF COVID-19 SUPPORT MATERIALS IS EXPECTED TO REACH TODAY

went through a rough patch recently, following Russian foreign minister Sergey Lavrov's visit to New Delhi. Lavrov's deci-

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
May: 16-31, 2021

NEW INDIA SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22 posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date May 05, 2021, Pages - 56)

বুদ্ধপূর্ণিমা - ২৬শে মে ২০২১

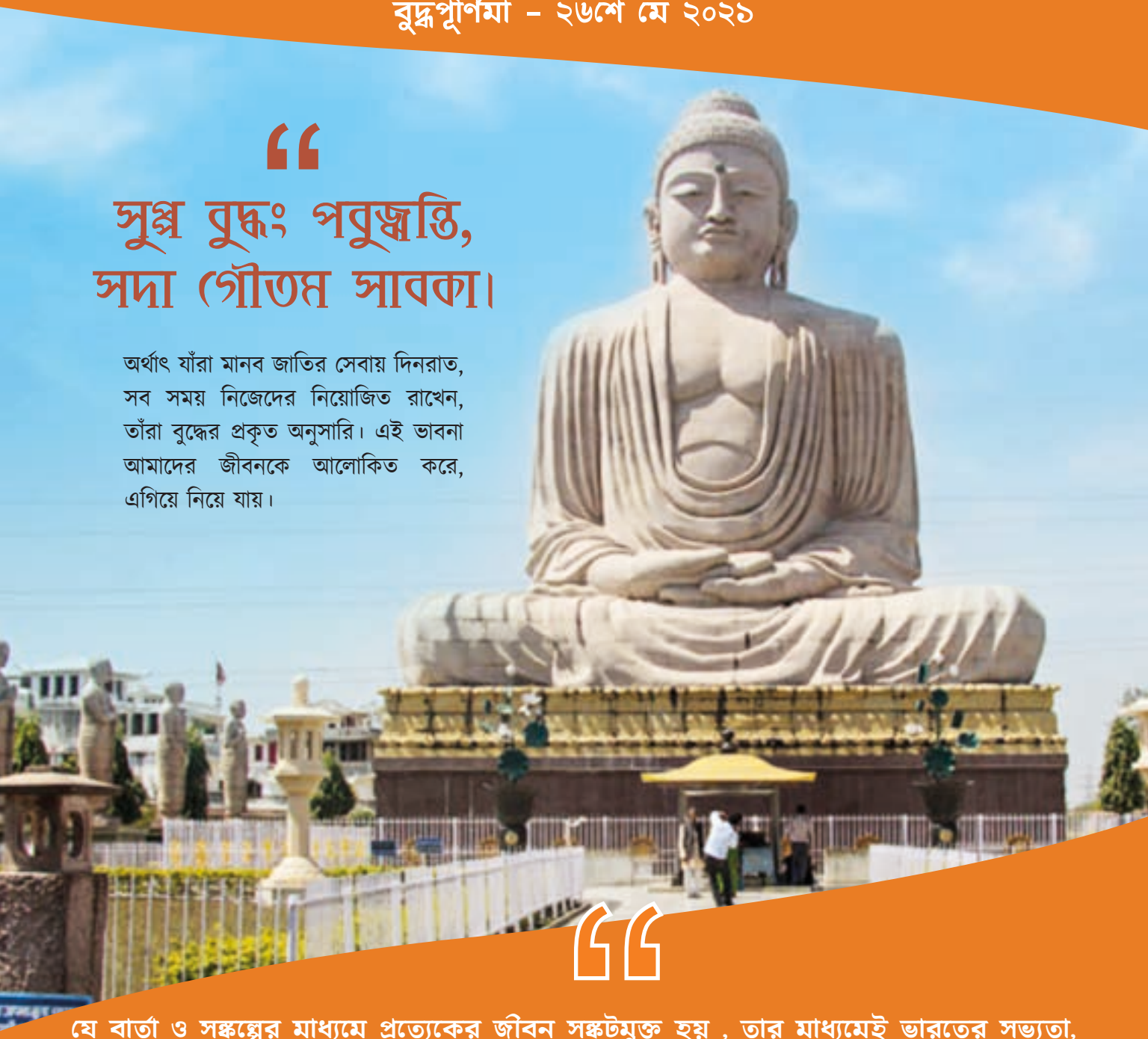

“

সুপ্ত বুদ্ধঃ পবুজ্ঝন্তি, সদা গৌতম সাবকা।

অর্থাৎ যাঁরা মানব জাতির সেবায় দিনরাত, সব সময় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, তাঁরা বুদ্ধের প্রকৃত অনুসারি। এই ভাবনা আমাদের জীবনকে আলোকিত করে, এগিয়ে নিয়ে যায়।

“

যে বার্তা ও সঙ্কল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকের জীবন সঙ্কটমুক্ত হয় , তার মাধ্যমেই ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি দিশা দেখতে পায় । ভগবান বুদ্ধ, ভারতের এই সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। আর তাই বুদ্ধ, কোনো একটি পরিস্থিতি বা প্রসঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না । সিদ্ধার্থের জন্ম, সিদ্ধার্থর গৌতম হওয়ার আগে ও পরে, যুগ যুগ ধরে সময়ের চক্র আমাদের নানান অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অবিরত নিয়ে চলে।

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

Bengali

Editor
Jaideep Bhatnagar, Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20